Diamond City West

Apartment Owners' Association

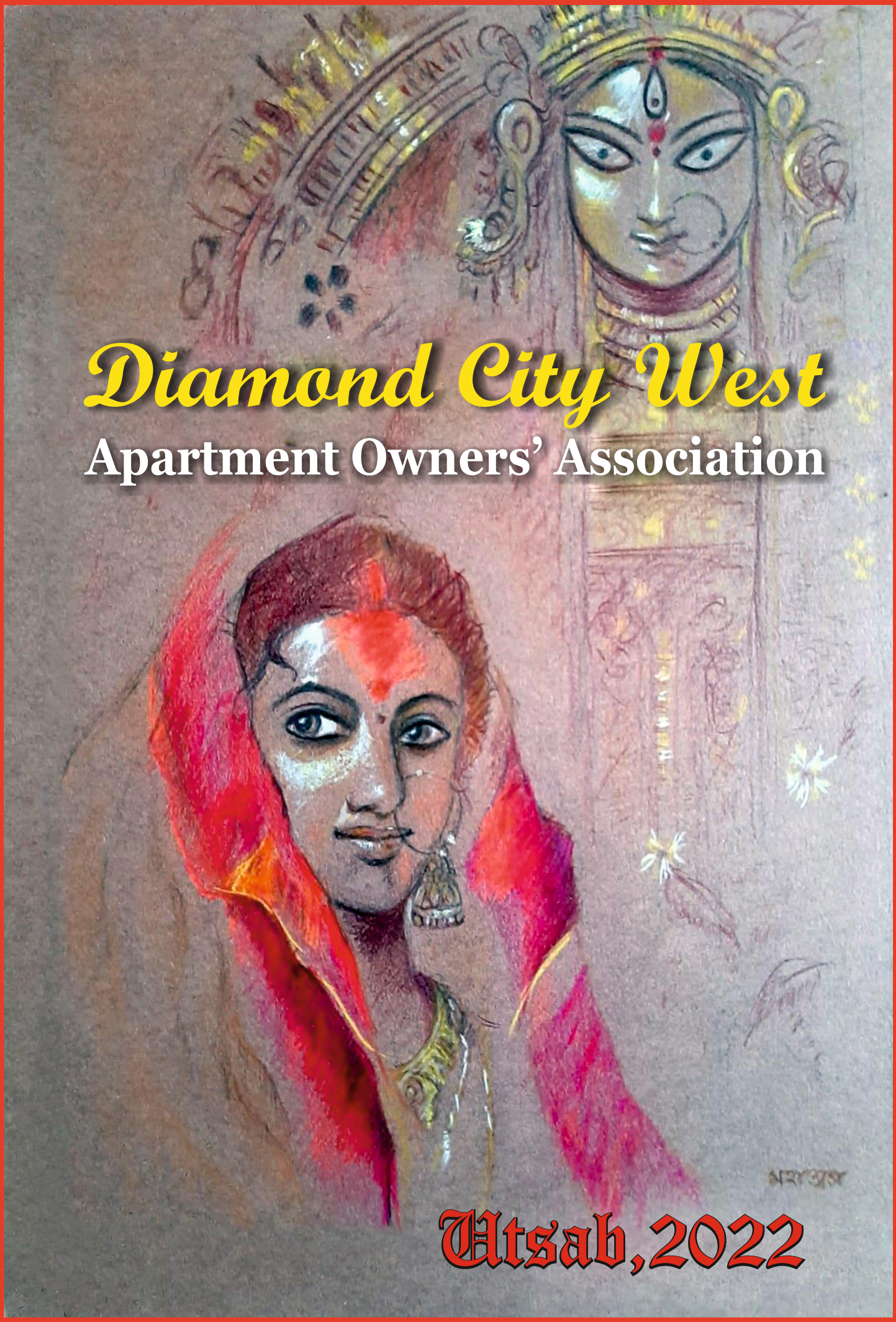

Utsab, 2022

With best compliments from

Sanjay Shah and Jayesh Shah

Jayesh Industrial Suppliers Pvt. Ltd.

Authorised Dealer of: USHA MARTIN LTD.

Phone +91-9955693702 / 9955546648/

0657-2321384/2320060

email: jayeshindustrial@gmail.com

website: www.jayeshindustrial.com

GLIMPSES OF FESTIVITIES IN DCW

Content/ সূচিপত্র

From the Desk of the President, DCWAOA 1

Homage 3

স্মৃতিকথা

ডায়মন্ড সিটি ওয়েস্ট আবাসন হীরক নগরীর প্রথম আবাসিক এর কিছু পুরনো স্মৃতি কথা ♦ সোমনাথ ব্যানার্জি 4

কবিতা

নৈ:শব্দ্য ♦ কৌশিক হালদার 3 **জীবন যেমন** ♦ অনিমা দত্তস্বামী 7 **শিউলির সকাল** ♦ গীতা বিশ্বাস 19
একান্ত আপন ♦ অনন্তলাল বিশ্বাস 19 **লকডাউন এর গল্প**♦ সন্দীপ মিত্র 19
আমার ইচ্ছে করে ♦শুভাশিস রায়চৌধুরী 24 **অলৌকিক** ♦ রিক্তা জোয়ারদার 24
Are We Really Free? Ronit Samaddar 31
বন্ধু... কিছু কথা... ♦অপরা প্রসাদ রায় 31 **মা** ♦ ভাস্বতী রায় 33 **হৃদিকথা** ♦ ড: সায়ন্তী তালুকদার 41
The Morning Musing ♦ **Dr Sayanti Talukdar** 42 **ফিরে যাওয়া**♦ সন্দীপ মিত্র 49

Essay

Should Indian History Be Retold? Alak Mazumder 10 **Mahisasurmardini** ♦ Manikuntala Das 14

টুকরো ভারত♦ রঞ্জন চক্রবর্তী 20 **নয়া ভারত, নয়া বিশ্ব** ♦ নেহা ত্রিপাঠী 35

রম্য রচনা

Morning Walks for Me are meant for Morning only ♦ Sidheshwar Ghosh 44

গল্পদাদুর আসর ♦ রঞ্জন চক্রবর্তী 46

ভ্রমণ কাহিনী

Heavenly Himachal ----- a travelogue ♦ Sunita Dey 25

Drama

Travel To Earth♦ Kshietij Das 15

ছোট গল্প

ঝড়ের রাতে♦ রূপা হালদার 28 **উড়ান** ♦সুতীর্থা সেনাপতি 37

অংকন

অনিন্দ্য মিত্র অনিতা দে মহাশ্বেতা চক্রবর্তী অবনীশ ধর ঋষিতা সেনাপতি **তৃষা শা** অধিরাজ দাস
আদৃতা রায়চৌধুরী চিরায়ু চ্যাটার্জী শ্রেয়া ঘোষ শান্তনু দাশ

ফটোগ্রাফি: ডায়মন্ড সিটি ওয়েস্ট এর অধিবাসীবৃন্দ

প্রচ্ছদ: মহাশ্বেতা চক্রবর্তী

Editorial Board: Rikta Joardar, Kaushik Halder, Santanu Das
Published by: President, DCWAOA

From the Desk of the President, DCWAOA

Sharad Shuvechha !!

Season's greetings to all residents of DCW, patrons, sponsors and well wishers. After 2 years of pandemic ridden, curtailed celebrations we were able to celebrate all our festivals , including Durga Puja this year without any strict restrictions. It's like soaking in fresh air after a brief halt. The society at large fought vehemently against all odds to overcome the menace of Covid Pandemic and emerged victorious. Many of us lost several friends, relatives, colleagues and known persons which was really painful. We are lucky to survive the multiple waves by the grace of god. The Pandemic once again taught us many basic lessons of life and reiterated the basic truth that every life is important and priceless….. it's agnostic of caste, creed, gender, rich, poor. We must value it and stand by each other to overcome any challenges.

In DCW also, we were able to stand hand in hand to emerge victorious against this menace.

To carry on with our vision of "Unity in Diversity " in our own Mini India of DCW, we celebrate all the festivals with equal pomp, touching across all the religious and provincial spectrum of our residents.

This year's Durga Puja attained worldwide special attention due to its recognition by UNESCO. It's a Pride for all Indians and particularly all people staying in Bengal. It's an unique mix of rich culture, heritage, art, rituals and is celebrated by all people as member of a single family, rising above any division in the lines of community or religion which makes it a Special One in every respect.

Our Durga Puja 2022 celebration started with Navaratri and ended with Laxmi Puja. We celebrated all the rituals in between such as Kumari Puja,Sandhi Puja and Aparajita Puja. We also celebrated "Ravan Dahan" to commemorate victory of Lord Rama(Good) over Ravana(Evil). It's our duty to spread the message of goodness to defeat all nefarious agents of evil. Let's do it for creating a better society for all.

We are lucky to have so many in-house talents who made our evenings so special by showcasing their artistic skills.

We also celebrated Shree Shyama Puja, Diwali and Chhat Puja with much fanfare and enthusiasm.

Our heartfelt gratitude to all resident volunteers who worked in tandem with the Utsab and cultural committees to ensure seamless celebration.

Thanks to all patrons and sponsors for their support. Special thanks to all the residents of DCW for coming forward and participating in the activities. Really appreciate your wholehearted support.

Signing off with the following appeal.

Our society and the world is currently facing a challenge from Evil forces who are trying to destroy our soul by creating divisions between brothers/sisters/families on basis of caste/creed/race/religion and shake the solid foundations of harmony created through ages of bonding….. we have to fight it out to defeat the divisive forces , we have to unitedly protect the relationships and pass on the legacy of peaceful, honourable coexistence with Pride to our next generation. We should shun all types of Hate and spread Love. Let's walk hand in hand to create a more inclusive society where everyone can live a respectful life….. Sar Uthake !!

May the almighty bestow sound health, profuse wisdom, ample peace and abundant happiness to all.

God bless all !!
Best regards
Sudipta

নৈ:শব্দ্য

কৌশিক হালদার, টাওয়ার ১০/১২সি

কেউ কথা রাখেনি,
রানাদাও না.....
কথা ছিল দিনান্তে দেখা হবে,
ভ্যাকসিন নেওয়া না নেওয়া নিয়ে দুটো হাসিঠাট্টা হবে,
"হ্যালো গুগল" ও হতে পারে,
আর দুটো সিরিয়াস কথা হবে.....
অথবা সপ্তাহান্তে;
চৌরাস্তার শিঙ্গাড়া বা অন্য কোন সুখাদ্য,
অনিবার্য ভাবে কোণের চেয়ারটায় মন্দ্র কন্ঠস্বরের লোকটা;
চা-এর জন্যে চাঁদা দিতে গেলেই --
এখন আছে, পরে নেব.....
কথা ছিল একসাথে ঠাকুর আনতে যাব,
ফেরার পথে আমরা হুল্লুড়েরা গাড়িতে,
আর দায়িত্বশীল লোকেরা বাহকদের সাথে হাঁটাপথে.....
আরও কত কিছুই তো কথা ছিল,
একসাথে বৃদ্ধ হবো,
সে কথাও ছিল.....

আজ কথা নেই,
রানাদা নেই,
শুধু নৈ:শব্দ্য আছে.....

Homage

We have lost a number of our beloved and respected co-residents over the recent years. We pay our sincere homage to all the departed souls.

We remember the tireless and honest contribution to the society by Ranada (Rana Bhattacharya). We cannot forget the timely and apt medical help of Dr. Abantika Bhattacharya to our neighbours at their crisis moment.

Once again we pay our profound respect in tearful state to all who have left for their heavenly abode.

LOVING MEMORY

ডায়মন্ড সিটি ওয়েস্ট আবাসন (হীরক নগরীর) প্রথম আবাসিকের কিছু পুরানো স্মৃতি কথা

সোমনাথ ব্যানার্জি, টাওয়ার ৩/৭ ডি

সালটা মনে পড়ে 2005 এর May মাস। আমি যেখানে ছোটো থেকে বড়ো হয়েছি – পঞ্চাশ বছরের বেশি কাটিয়েছি সেই টালিগঞ্জ এর পূর্ব পুটিয়ারি জায়গার মায়া কাটানোর তোড়জোড় শুরু হোলো। আদি বাড়ি তে তখন স্থান অকুলান ! তাই সাধ আর সাধ্য মিলিয়ে নতুন একটু থাকার বাসস্থান এর খোঁজে এদিক ওদিক বেরিয়ে পড়তাম ছুটির দিনগুলোতে। বিধাতার বিধান ছিলো বেহালাবাসী হবো জীবনের শেষ দিনগুলির জন্যে।

মনে পড়ে সেইটাও একটা রবিবার। Ridhi Sidhi দেখার পরে ফেরার সময় এসেছিলাম ডায়মন্ড সিটি ওয়েস্ট আবাসন এ। তখন চৌরাস্তা থেকে বকুলতলার রাস্তায় চলছিলো পাইপ বসানোর কাজ। ভিতরের রাস্তা দিয়ে পৌঁছলাম আবাসন এ। মডেল ফ্ল্যাট আর প্রজেক্ট এর ডিটেইল বুকলেট দেখে, সেলস এক্সিকিউটিভ এর সাথে কথা বলে আর সাধ্যের মধ্যে হচ্ছে বলে এখানেই ফাইনাল করলাম আমাদের নতুন ঠিকানা। ওই সেলস টিম এর এডভাইস মতন রাস্তার ওপরে সামনের গেটের তিন নম্বর টাওয়ারের আট তলার সাউথ ফেসিং ডি টাইপ ফ্ল্যাট ফাইনাল হলো। তখন শুধু এই হীরক নগরীর দশটি টাওয়ারের মধ্যে চারটে টাওয়ারের কাজ শুরু হয়েছে ৩,৪,৫ ও ৬। আবাসনের মধ্যে একটি বড়ো পুকুর। এক বিরাট কর্মযজ্ঞ চারিদিকে। প্রজেক্ট ম্যানেজার ছিলেন শ্রী পিনাকী ভট্টাচার্য আর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইনচার্জ Mr Goenka।

দিন এগিয়ে চললো – কনস্ট্রাকশনও এগিয়ে চললো। বাড়ির কর্ত্রী আর পুত্র এরাই সব যোগাযোগ রাখতো – আসা যাওয়া করতো। তখন প্রতি বছর একবার করে পুজোর পরে সব আবাসিক আর প্রজেক্ট এর সবাই মিলে গেট টুগেদার হতো। সেও খুব ভাল অভিজ্ঞতা ছিলো।

আবাসন এর বিরাট জায়গার বিভিন্ন ছবি। আমাদের চারটে টাওয়ারের কাজ এগিয়ে চললো – নতুন নতুন টাওয়ারের কাজও এগিয়ে চললো – কোথাও মাটি কাটা শুরু হচ্ছে কোথাও বা ফ্লোর এর পরে ফ্লোর তৈরি হয়ে যাচ্ছিলো।

দেখতে দেখতে ২০০৮ সালের শেষ ভাগ এসে গেলো। আমাদের টাওয়ারের কাজ প্রায় কমপ্লিট। আমার শরীর পারমিট করতো না তাই আমি আসতে পারতাম না। একদিন শ্রী পিনাকী ভট্টাচার্য জানালেন যে লিফ্ট সার্ভিস একদিন চালু করবেন যাতে আমি আমাদের ফ্ল্যাটটা দেখতে পারি। সে দিনের অভিজ্ঞতা ছিলো অপূর্ব। আট তলার বারান্দা থেকে সামনের দক্ষিণ দিক পুরো যেন সবুজ

গালিচা বিছানো। এত গাছ ছিলো তখন। এখন সব শুধু বাড়ির ছাদ। সব ফ্ল্যাট হয়ে যাচ্ছে। সবুজ গালিচা হারিয়ে গেছে এখন।

আমাদের বললেন যে ফ্ল্যাট হ্যান্ডওভার শুরু হবে মার্চ ২০০৯ থেকে। সমস্ত ফর্মালিটিজ শেষ করে আমরা ১৪ই মার্চ ২০০৯ শিফ্ট করবো বলে জানালাম। প্রজেক্ট থেকে সব রকম সহযোগিতা

করছিলো - তবে প্রথম কিছুদিন মনে পড়ে আমরা ছিলাম ডায়মন্ড সিটি ওয়েস্ট আবাসন এর

একমাত্র বাসিন্দা। এত বড়ো কমপ্লেক্স এর প্রথম আবাসিক। বেশী দিন অবশ্য একা ছিলাম না। চারটে টাওয়ারেই ক্রমশঃ অন্যান্য আবাসিক সবাই আস্তে আস্তে থাকতে শুরু করে দিচ্ছিলেন। একা থাকার দিন গুলো অদ্ভুত লাগতো ঠিকই, তবে অনেকে আসতেন আর নতুন নতুন আলাপ হতে শুরু হলো। সবাই খুব আপন করে নিতেন। শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, সহযোগিতা সবই পেয়েছি এখানে। খুব তাড়াতাড়ি অনেক আবাসিক পরিবার এসে গেলেন - আমাদের সবাই এক পরিবার এর মতন দিন কাটিয়ে যেতাম। ছোটো ছোটো গেট

টুগেদারও হতো, নিজেদের পরিচিতি আরো নিবিড় হতো। দু নম্বর গেটের সামনেই সব দরকারি দোকান - ওষুধ, মুদি, মিষ্টি সব কিছু - আর বকুলতলা মোড়েই বাজার। দুটি প্রধান রাস্তার ওপরেই আমাদের আবাসন, কাজেই যানবাহনের সুবিধেও প্রচুর।

কিছু অসুবিধে হতো যা এত বড়ো প্রজেক্টে ছিলো স্বাভাবিক। সুবিধে আর অসুবিধে - এর মধ্যেই আবাসনের অন্য টাওয়ারও আসতে আসতে রেডি হচ্ছিলো - সেন্ট্রাল লন সুন্দর করে তৈরী হচ্ছিলো - শুধু সুইমিং পুল বাদ দিয়ে।

প্রথম দুর্গাপুজো আমরা সবাই মিলে ছোটো করে করেছিলাম ৪ আর ৫ নম্বর টাওয়ারের মাঝে একটি গ্যারেজের মধ্যে। খুবই আন্তরিক ছিলো সে সব দিন। সবাই মিলে আনন্দ অনুষ্ঠানমালায় দিন কেটে গিয়েছিলো। নানান রকম অনুষ্ঠান ও উৎসবের মধ্যে দিন এগিয়ে চললো।

দেখতে দেখতে আমাদের প্রিয় ডায়মন্ড সিটিতে ১৩ বছর হয়ে গেল। এখন মনে হয় এই তো সেদিন আমরা একটু একটু করে সবাই মিলে আমাদের স্বপ্ননগরীতে থাকা শুরু করলাম। এত বড়ো প্রজেক্ট সম্পূর্ণ। সবাই আমরা এখন মিলে মিশে আনন্দ দুঃখ ভাগ করে থাকবো। আরো সুন্দর হোক আমাদের হীরক নগরী। আরো সুন্দর হোক ডায়মন্ড সিটি ওয়েস্ট। সবাই আমরা মিলে মিশে ভালো থাকবো।

জীবন যেমন

অনিমা দত্তস্বামী, টাওয়ার ৩/৭ এইচ

আট বছরের শিশুটি
বহুতল প্রাসাদের একপাশে
জায়গা করে ঘুমিয়ে ছিল
যেমন সে প্রতিদিন ঘুমায়।
তার ঘুমে নিশ্চেতন কোমল শরীরটাকে
বেমালুম পিষে দিয়ে গেল
ক্ষমতায় গতিবান বেপরোয়া যান।
নিষ্পাপ দরিদ্র শিশুটি
পরের দিন খবরের কাগজে
একদিনের জন্য একটু জায়গা পেল,
তার মৃত্যু না হলে কেউ জানতো না
মেয়েটি ছিল পড়াশোনায় ভালো
রাস্তার আলোতেও নাকি সে বসে
আপন মনে পড়াশোনা করতো।
কে জানে হয়তো ভবিষ্যতে
সে তার নামটা দেখতে পেতো
ছাপার অক্ষরে কোনো খবরের কাগজে
দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে
উঠে আসা এক মেয়ের রূপকথা।
হয়তো মেয়েটির মনেও
এরকম কোনও স্বপ্নের বীজ পোঁতা ছিল
একটা অঙ্কুরকে বিনষ্ট করে দিল
ক্ষমতার উদাসীনতা আর স্পর্ধা।
পথ বাসী তার পরিজনেরা নিষ্ফল ক্রোধে ফেটে পড়েছে
শূন্যে হাত-পা ছুঁড়েছে।
মেনে নিয়েছে ইঁদুরের মত মরাই
যাদের শেষ কথা।
তাদের জন্য কেউ নেই
মোমবাতি হাতে মিছিল করার।
নেই কোন দল নেত্রী বা নেতা
তাই নেই প্রতিকার, শাস্তিবিধানের তৎপরতা।
আর কেনই বা থাকবে সেই অনাবশ্যক
মাথাব্যথা।
ভোটের বাজারে কোনই দাম নেই
তাদের
হয়তো ওই গরীব মানুষগুলোও জানে সত্যটা।
তাদের প্রতিবাদের ভাষা তাই
শুধু অব্যক্ত যন্ত্রণা।
কঠিন জীবন সংগ্রামে নেই অবকাশ
আছে শুধু দুঃখ কষ্ট পরিতাপ।
আর সত্যিই তো,
শহরের রাস্তায় বাস করবে, রাতে ঘুমাবে, এমনটা চললে,
কখন সখনও অঘটন্ তো ঘটবেই
এই তো অমোঘ সত্য, নির্ভুল বাস্তব যেন।
আমরা মেনে নিয়ে তা
বিবেককে ভারমুক্ত করি।
মেনে নেওয়াটাই তো আমরা
শুধু নিয়ম করে মানি।
নির্বিবাদ আবদ্ধ বেঁচে থাকায়,
অচল অনড় জগদ্দল চেতনায়
এইতো বেশ আছি।

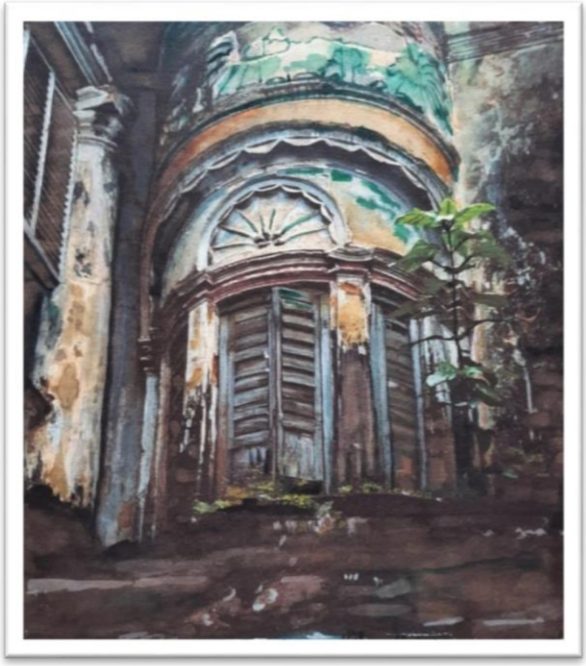

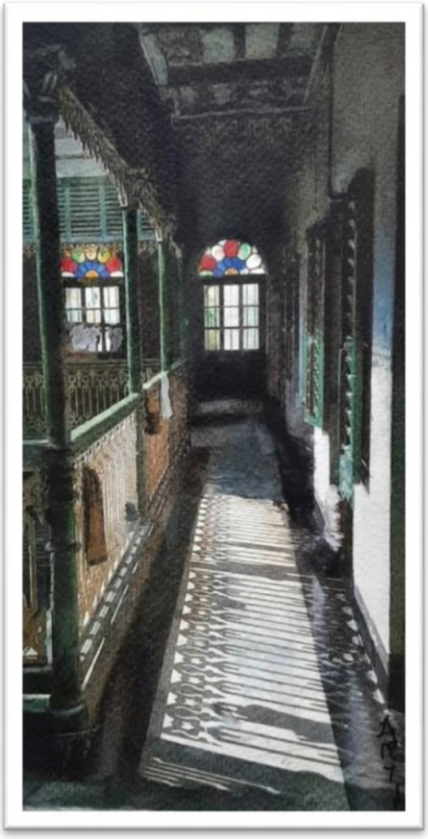

Anindya Mitra, T 1/6E

With best compliments from

✧✧✧✧✧✧✧
✧✧✧✧✧✧✧
✧✧✧✧✧✧✧
✧✧✧✧✧✧✧
✧✧✧✧✧✧✧
✧✧✧✧✧✧✧
✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧✧

A WELL-WISHER

Should Indian History Be Retold?

Alak Mazumder, Tower 8/2C

History and its significance

As one's past has shaped one's present, in the same way history has to be seen in the context of shaping our present world. The society that we live in has been constructed to operate the way it was operated by our predecessors. In fact, when Britishers came to India as traders and acquired the political power to rule a bunch of people they had to first understand the history of India in order to understand their way of living. That is the importance of reading history.

George Orwell says "The most effective way to destroy people is to deny and obliterate their own understanding of their history".

The most important element of history is the quest for truth. Any prejudice can blur our vision of seeing history. The history of each nation is actually a part of the history of the whole world, but when one presents one-sided proofs and facts to establish its dominion, then there is question mark on that stage of history-writing.

Indian History & Distortions

History is a biased interpretation of historical evidences and facts. It's like seeing an image through the lens of a particular ideology. Depending on the lens, you would see a distorted image and not the real image.

India is a complex country, with an even more complex past. India remains caught between the narratives of two groups of history extremists and this has led to two diametrically opposite versions of Indian history: a prejudiced leftist version and a political right-wing version.

Writers representing **Imperialist school of historiography** presented a distorted view of Indian history to justify invasion of India. India was presented as a weak and defenceless country living in dark ages which has been invaded time and again by

Aryans, Muslims and Britishers. These invading parties had introduced civilization to an otherwise barbaric people.

In response to **Colonial school of history** emerged **Nationalist School of Historiography.** Historians tried to reinterpret the Indian history *to inculcate a sense of nationalism*. Ashoka was projected a Chakravartin Samrat and Gupta age was presented as Golden age.

During 20th century, leftism gradually gained ground in India and this was reflected in historiography. **Marxist school** came out with ground breaking research and laid foundations of much of the history that we read today. However, they sometimes interpreted everything through the *lens of rich powerful feudal classes exploiting poor masses for economic gains*.

Historians representing **Subaltern school of history** show *perspective of masses* as against narrative of ruling classes. Condition of peasants, women, common traders, artisans is important to them.

Thus, we see every historian giving a particular perspective to history according to his ideology. But the efforts of historians have thrown up so many evidences and facts that an unbiased factual study can be presented.

Examples of Distorted History

Our history lessons are mainly restricted to regional history, while national history largely highlights Mughals, British colonization and Gandhi, Nehru, Patel… and a few others — Congress' struggle for independence.

We are not taught how British ruled and earlier invasions by the British destroyed India. Where are the stories for atrocities by the Portuguese on locals in Goa and Konkan region. While plundering and looting India, the worst that the British did was to destroy Indian history by distorting it dramatically.

Another example in point is the controversy around Aryans and Dravidians. It was a typical Aryan Invasion Theory that even the historians have dropped for the Aryan Immigration Theory.

Even modern history is no exception. We are totally blacked out on Netaji Subhas Chandra Bose or the intellectual Rajaji. We forget the contribution by the great Maharashtrian patriots like Tilak as we are obsessed with Gandhi and Nehru. Even in post-independence history, we do not critically evaluate the roles of Pt. Nehru vs Sardar Patel and assume all glory to a family. Majority of historians have eliminated the vast accounts of legendary empires and made it look as if there was no Indian civilisation before the Mauryans. Most of India's history taught has been edited to suit a political narrative.

Necessity and Impact of a retold history

Britishers wrote the history to justify their ruling over Indian subcontinent while Indian historians rewrote it to create a sense of self confidence among Indians so that they could stand up against the alien rulers. So, the intention of re writing the history will make all the difference.

Foreigners ignored Indian history and historical perspectives. Due to colonial interests, the British were far from judging with the historical facts available in Indian religious texts, fables and mythological texts.

It is about time Indian kids shun the apologetic mindset, embrace themselves through learning their past glory of their spiritual paths and the beautiful culture that existed long before edited versions of Mauryans or the false Invasion theories laid down, take valuable lessons and move forward into a bright future.

Indian history which we read today is a colonial British interpretation which was deliberately flawed in order to divide India and subjugate the Indian people by ripping off of their heritage and past so that they could not unite and oppose the British colonialism. Our history very much needs to be retold with absolute fairness and without bias as India can only learn and progress when it confronts the truth and deals with it.

With best compliments from

Everlight International

Mahisasurmardini

Manikuntala Das Tower 7/13G

There was utter chaos in heaven. The Gods were running helter skelter. Mahisasura, the demon had waged a war on Trilok.

Mahisasura, the Buffalo Demon, a staunch believer in Lord Brahma had meditated for several years to please him. Finally, Lord Brahma, happy with his devotion appeared before him to grant him a boon. Mahisasura asked for the boon of immortality. Lord Brahma granted him immortality from the hands of any God or man. Mahisasura now considered himself invincible and set out to conquer the three worlds also known as Trilok.

Unable to bear the atrocities the devastated gods went to Lord Vishnu for help. Eventually the three gods in the trinity namely, Lord Brahma, the creator, Lord Vishnu, the preserver and Lord Shiva, the destroyer decided to find a way to save the world. They combined their powers together and rose Durga. Durga emerged from the waters of the holy Ganga in spirit. All the Gods got together to give her a physical form. Shiva gave her a face. Indradev crafted her torso and Chandradev her breasts. Brahma gifted her teeth. Her lower body was formed by Rudevi. Her thighs and knees were given by Varuna, the water god and her eyes by the fire god Agni.

Goddess Durga had ten arms. The gods decided to gift her weapons to fight the evil Mahisasura. Varuna gave her a conch, Vishnu the Sudarshan Chakra. A lotus was given to her by Brahma. Ganesh gave her a sword. Vayudev gave her a quiver full of arrows and a bow. Shiva gave her a trishul and a snake. Vishwakarma gave her an axe, Indra the thunderbolt. Agnidev gave her a spear. The Himalayas gifted her a lion to ride on. With blessings of the gods, Durga, the female Shakti was ready to take on Mahisasura.

Goddess Durga fought Mahisasura for ten whole days. Mahisasura transformed into various animals but was no match in front of the radiant Durga. On the tenth day when he took the form of a buffalo Durga stabbed him with the trishul. That was the end of Mahisasura and hence Durga is also known as Mahisasurmardini. We celebrate the nine days of battle as Navratri and the tenth day as Vijaya Dashami. The day when good killed the evil.

Goddess Durga is an incarnation of Parvati. She is the Mother Goddess synonymous with strength, motherhood, protection and destruction. She is Adi Shakti. She is Mahadevi.

Travel To Earth

Kshietij Das T7/13G

(It is a bright sunny day. However, the four children and Goddess Durga seem to be in a hurry. Why?)

Durga: Children, since it is the 90th celebration of Durga Puja this year, you decide with which means of transport we go to Earth this time.

Ganesha: I think my pet Mooshak is fast enough, why do we need any other vehicle? Besides, I am not a big fan of technology.

Kartikeya: Why so old-fashioned? I suggest we use a broomstick, like the witches do in movies. It's so cool!

Durga: Sorry dear, but this film element cannot be turned into reality. And Ganesha, our animals won't be used as transport this time. They also need to rest and be treated like pets of Gods.

Ganesha: Okay...

Laxmi: How about a chariot?

Saraswati: That is old-fashioned too. I wanna go by a helicopter.

Ganesha: What's that?

Saraswati: A vehicle designed to fly. It uses fans and engines to fly.

Ganesha: How can a fan fly? A fan is used to cool us. And also, what is an engine?

Saraswati: I can't help you if you don't have knowledge about anything.
Ganesha: What! How can you speak to me like that?

Durga: Alright, enough quarrelling, we'll use my private jet.

Saraswati: You have a private jet!

Ganesha: What is that?

Durga: Private jets are owned privately and can be used to fly.

Ganesha: Does it also use an engine and fans?

Durga: It does use an engine but not fans.

Ganesha: How does it fly then?

Durga: Enough talking, wait for the jet to come.

(Ten minutes later, a private jet lands. They load their luggage onto it and settle themselves onboard, but the jet is unable to start)

Durga: What's wrong?

Driver: Ganesha's bag is too heavy.

Durga: Oh, I see. He packed his sweets in it.

Ganesha: I'm not removing that!

(After a lot of quarrelling with his mother, he finally decides to remove the bag. Opening it however, he sees Mooshak sitting there and gobbling up all his sweets. Mooshak gives him a grin.)

Ganesha: Mooshak!

(The other children give him a big laugh)

Durga: It's ok, people will give you a lot of offerings to rely on.

Ganesha: I'll still punish him for his act.

Kartikeya: Calm down bro, he is just a little mouse. Even Asana is mischievous but I let him be, he is a little peacock.

(As he looks back, he finds Asana standing on his open suitcase, playing with his clothes.)

Kartikeya: *(shooing him away)* Stop!

Durga: It's ok, because as I said, people will give you a lot of offerings. Now stop grumbling and let's go.

Kartikeya: How could he do that to his own master?

Ganesha: Didn't you say you let him be mischievous? He's just a little peacock after all.

Kartikeya: You shut up, I'm not talking to you.

Durga: Alright enough, all aboard and let's leave for Earth.

.....

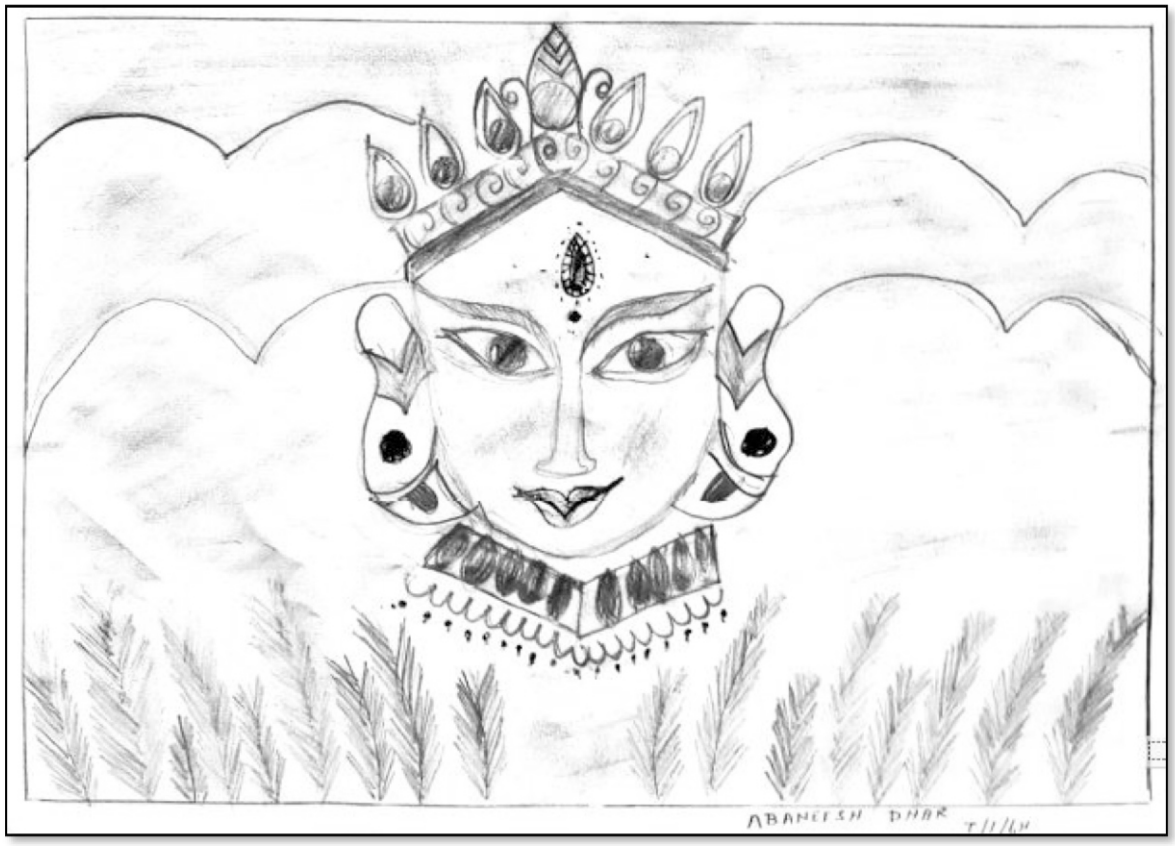

Abanish Dhar, T1/6H

Rishita Senapati, T5/5H

Trisha Sha, T5/8B

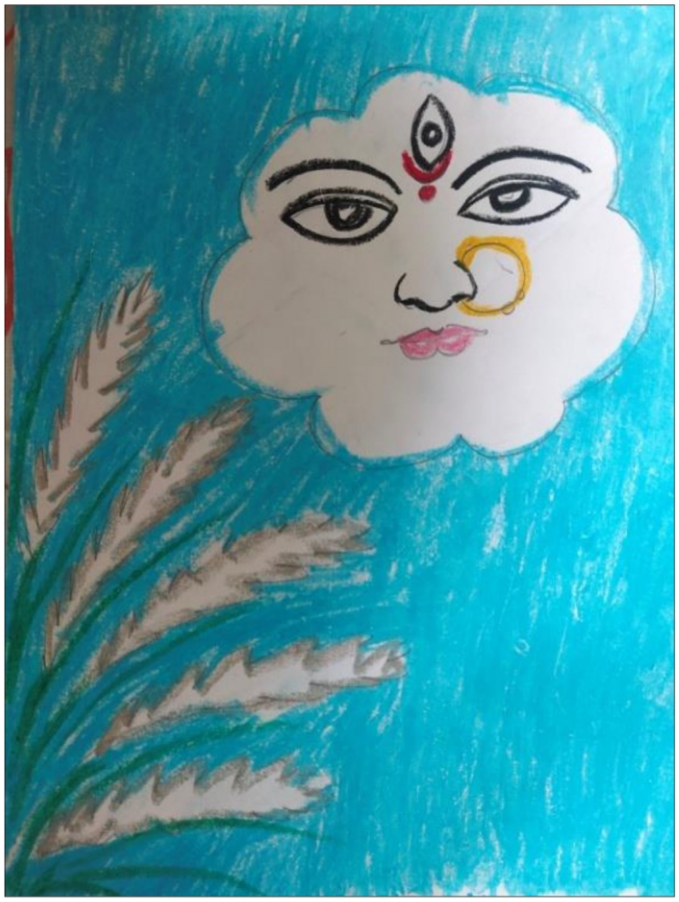

Adhiraj Das, T 7/13G

Shreya Ghosh, T10/3F

শিউলির সকাল

গীতা বিশ্বাস টাওয়ার ৪/৭ই

সকালের শিউলি তারা,
ফুটেছিল নির্জনে, গোপনে গভীর রাতে।
চুপিসাড়ে এসেছিল প্রেমিক-প্রেমিকারা প্রায় শেষ
রাতে, সাজি হাতে নিয়ে গেছে কিছু ফুল।
রয়ে গেল যারা অশ্রুজলে ভেসে ঝরে পড়ে সবুজ
ঘাসের পরে, হলো না তারা মালা।
একদিন মায়ার জালে দিনের আলোয়
কুড়িয়ে নিলাম আমি অনেক ঝরা শিউলি।
ঘরে এসে দেখি প্রতিটি মালা যেন হয়ে উঠেছে
ফুলগুলি।
আসে পুরনো স্মৃতি,শিউলি ভরা সাজি,
আজ আমি তোমার একান্ত আপন,
আমারও তো কেটে গেছে অনেক কাল পথের
ধুলায়,
ওগো, ঝরা শিউলির রাশি।

একান্ত আপন

অনন্ত লাল বিশ্বাস টাওয়ার ৪/ ৭ই

আমি শ্রী অমল বসু। বয়স ৬৯, হয়তো।
আমি নিজেকে নিয়ে ভাবি, ভালোবাসি নিজেকে
নিয়ে থাকতে, নিজেকে নিয়ে ভাবতে। ভাবার
বিষয় অনেক, যদিও পদ্ধতি এক,
নিজের সাথে কথা বলা, নিজের সাথে চলা,
নিজের অতীত, নিজের ভবিষ্যৎ, নিজের
বর্তমানকে উপেক্ষা করার এক গোপন পথ।
কখনো সত্যকে রূপান্তর করি গল্পে, বা
কখনো গল্পকে সত্যে।
গল্প আর সত্যকে পৃথক করা বা চেনা কঠিন ।
আমি অমল বসু ।বয়স ৬৯, হয়তো আমি
ভালবাসি নিজেকে, তাই মানুষকে।

লকডাউন এর গল্প

সন্দীপ মিত্র
টাওয়ার ৪/১৩ জি

আমার ছোট্ট বারান্দা তে
আছে দুটো ফুলের টব,
আকাশ, পাখি, ফুল আর মাটি
এদের নিয়েই আমার সব,
একটা টুকরো ঘাস এর চাদর
তার ওপরে সিংহাসন,
এ সব নিয়েই রাজ্য আমার
এই খানেতেই দিন যাপন।
সারাদিনের কাজের ফাঁকে
এক পেয়ালা চা এর সাথে
জিরোই যখন সিংহাসনে
আমার ছোট্ট বারান্দা তে,
পাখিরা সব উড়ে এসে
আমার সঙ্গে গল্পে মাতে
ফুলগুলো সব ঘাড় দুলিয়ে
সায় দিয়ে যায় সব কথাতে।
নিচে সবুজ ঘাসের বাগান
ছেলেরা সব করছে খেলা,
মায়েদের রকমারি পোশাক
বসে গেছে রং এর মেলা।
গোধূলির এক প্রান্তে এসে
সন্ধ্যা নামে গল্প ছলে
সুয্যিঠাকুর কখন যেন
চলে গেলেন অস্তাচলে।
সকল অবসাদের শেষ এই
নিজের গড়া জগৎটাতে,
আনন্দ আর খুশির রাজ্য
আমার ছোট্ট বারান্দাতে।

টুকরো ভারত

রঞ্জন চক্রবর্তী টাওয়ার ৪/৯এ

ডোভার লেন মিউজিক কনফারেন্সের ২য় রাত। শেষ শিল্পী বেগম পারভিন সুলতানা। তবলায় আমাদের পাড়ারই প্রথিতযশা তবলিয়া পন্ডিত অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, আর হারমোনিয়ামে জ্যোতি গোহ। তখন ভোরের আলো সবে ফুটছে, পাখিরা কলরব শুরু করেছে। শিল্পী ধরলেন সেদিনের শেষ গান, ভৈরবী রাগে "ভবানী দয়ানী, মহাবাক্য বাণী"। একসময় গান শেষ হল, কিন্তু ঘটে গেল এক চমৎকার, সারাদিন মস্তিষ্কে ঘুরপাক খেতে লাগলো ভোরের সেই ভৈরবীর সুর। ভোর বেলার দুর্গাস্তব শুনতে শুনতে একবারও মনে হয়নি গায়িকা অহিন্দু।

অরুণাচল প্রদেশের এক অখ্যাত গ্রাম দিরাং। দিরাং নদীর উপত্যকায় মনপা আদিবাসীদের গ্রাম এই দিরাং। দিরাং গ্রাম থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে এক পাহাড়ি বাঁকের মুখে এক টিলার উপর পি ডব্লু ডি বাংলো। সেখানেই আস্তানা গেড়েছিলাম। দিনটা ছিল দুর্গা পূজার অষ্টমী। ঘুম থেকে উঠতেই কানে ভেসে এলো বাংলার ঢাকের আওয়াজ। আওয়াজের উৎসের দিকে হাঁটা লাগালাম। এক কিলোমিটার উৎরাই রাস্তা নেমে এসেছে দিরাং বাজার পর্যন্ত। সেখান থেকে একটা দড়ির ঝুলা সেতু পার হয়ে গেছে দিরাং নদীর অপর প্রান্তে। আওয়াজ অনুসরণ করে এগিয়ে চললাম। সে এক অমোঘ আকর্ষণ। নদীর অপর প্রান্তে পৌঁছে দেখি মেলা বসেছে। মেলা মানে চিরাচরিত মেলা নয়। কয়েকটি তাঁবু, তাতে রয়েছে নানাবিধ জুয়া খেলার সরঞ্জাম। সামনে টেবিলে সাজানো আছে বিভিন্ন মদের বোতল ও নানান রকমের চাট। সকালেই দেখলাম লোকজন জড়ো হয়ে গেছে জুয়া আর মদের আসরে, পূজার এই চারদিন চলবে দেদার মদ আর জুয়ার ফুর্তি। আরও কয়েক কদম এগিয়ে পাওয়া গেল ঢাকের বাজনার উৎস। প্যান্ডেলে আসীন দশভূজা । এগিয়ে এলেন এক ভদ্রলোক, নাম তার নির্মল কুমার দে । মায়ের ভোগ খেয়ে তবে সেখান থেকে উঠতে পারলাম। আতিথেয়তার আন্তরিকতায় সাথে নিয়ে আসলাম এক অপরিসীম তৃপ্তি।

অরুণাচল প্রদেশের এক প্রত্যন্ত গ্রামে স্থানীয় আদিবাসীদের নিয়ে এভাবে দেবী বন্দনার আনন্দে মেতে উঠতে ক'জন পারেন?

তখন পার্ক সার্কাসের বাসিন্দা, সবে সবে পার্ক সার্কাসে এসে আস্তানা গেড়েছি। বাড়ির সামনেই দুর্গা পূজা মন্ডপ। নবমীর রাত। পূজা মণ্ডপে চলছে ধুনুচি নৃত্য প্রতিযোগিতা। জমে উঠেছে নবমীর সন্ধ্যে। কোন মন্ত্রবলে হঠাৎ সব থেমে গেল। আমি তখন নতুন, একটু চমকে গেলাম, কি হল? কানে ভেসে এলো মোড়ের মাথার মসজিদ থেকে আজানের সুর। আজান শেষ হবার

পর যেখানে উৎসব থেমে গিয়েছিল সেখান থেকে আবার শুরু হল।ঠিক যেন কেউ টেপ রেকর্ডারের পজ বোতামটি টিপে দিয়েছিল।

আরও চমকিত হলাম যখন দেখলাম বিসর্জনের দিন মায়ের প্রতিমা লরিতে ওঠানোর সময় পাড়ার মুসলিম যুবকেরা হাত লাগাচ্ছেন, আর লরির মাথায় উঠে "বল বল দুর্গা মাঈ কি, জয়" বলতে বলতে গঙ্গার ঘাটের দিকে চলেছেন।

আমাদের পার্ক সার্কাসের পাড়ায় দোলের দিন ছিল আরেক উৎসবের দিন। আমি বরাবরই রঙ মাখাতে বিমুখ থাকতাম, কিন্তু পার্ক সার্কাসের ওই পাড়ায় ঘরে থাকতে পারিনি কোন দিন। ছোট বড় নির্বিশেষে পাড়ার সবাই নেমে আসত রাস্তায়। বড়রা চেয়ার পেতে বসে থাকতেন ফুটপাতে । দত্ত বাড়ির গলিতে বিরাট ড্রামে তৈরী হত সিদ্ধি মেশানো ঠান্ডাই শরবত। যতদিন পার্ক সার্কাসে ছিলাম, আমায় প্রথম রঙ মাখিয়েছে পাড়ার মনিরুল ওরফে মনি।

পার্ক সার্কাসে সেবার আমার প্রথম সরস্বতী পূজো। বাড়িতে চাঁদা নিতে এলো বেবী নামের এক যুবক। ছেলেটি সুপুরুষ, স্থানীয় কেবলের ব্যবসা করে। পরে জেনেছি বেবী মুসলিম। পরে কালীপূজোর সময় দেখলাম সেই বেবীই কালীপূজোর কর্মকর্তা। পার্ক সার্কাসের বাজার তো একটা গোটা ভারতবর্ষ। ঢোকার মুখেই সর্দারজীর ধাবা। ওখানকার চা না খেয়ে তো বাজারে ঢোকাই বারণ। মুরগীর দোকানের সারি পেরিয়ে খাসির মাংসের দোকান। ওখান থেকে সবজীর দোকানে যাওয়ার গলিপথের এক ধারে শুয়োরের মাংসের দোকান, অন্য ধারে গরুর মাংসের দোকান, দুটোই একটু আড়াল করে। পাশাপাশি দুজন দুই ধর্মাবলম্বী লোক দুইদিকে চলে যায়, কারোর মধ্যে কোন বিবাদ নেই। বাজারের ভিতরে কালী মন্দির। তার সামনেই সবজী নিয়ে বসে মুসলিম বিক্রেতা।

উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, আলি আকবর খাঁ, অন্নপূর্না দেবীর পিতা। বিখ্যাত সরোদিয়া, কিন্তু উনি সরোদ ছাড়াও সেতার, সুরবাহার, বেহালা, বাঁশি, নানাবিধ যন্ত্র বাজাতে পারতেন। বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবেড়িয়ায় জন্ম। মধ্যপ্রদেশের সাতনা জেলার মাইহার প্রদেশের রাজার অনুরোধে মাইহারে গিয়ে ডেরা বাঁধেন বাবা আলাউদ্দিন খাঁ। রাজার ছেলেকে বাজনা শেখাতে হবে এই ছিল চুক্তি। পাশেই মাইহার পাহাড়ের উপরে দেবী সারদার মন্দির। এখন সেখানে উঠতে গেলে ১৩৫২ টি সিঁড়ি ভাঙ্গতে হয়। প্রতিদিন ভোররাত্রে বাবা তাঁর সরোদখানি ঘাড়ে করে উঠে যেতেন মা সারদার মন্দির প্রাঙ্গনে, তখন তো আর সিঁড়ি ছিল না, পাথুরে চড়াই পায়ে চলা পথ। রেওয়াজ করতেন একমনে। একদিন মা সারদা বাবাকে দর্শন দেন এবং বাবাকে সারদা মাকে পূজা করার অধিকার দেন। সেই থেকে বাবা আলাউদ্দিন খাঁ উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ নন, আচার্য আলাউদ্দিন

খাঁ নামেই অভিহিত হন। লোকশ্রুতি আছে, এখনও নাকি মন্দিরের কপাট খুলেই দেখা যায় একখানি তাজা ফুল মা সারদার বিগ্রহের পায়ের কাছে পড়ে আছে।

এই বিবিধের মাঝেই আমাদের ভারত মহান।পারস্পরিক সৌহার্দ্য,সহনশীলতা,সম্মান, ভালোবাসা আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের ইতিহাস । এর থেকে যেন আমরা বিচ্যুত না হই ।

With best compliments from

INDIAN STORES SUPPLYING CO. (P) LTD.

Authorised Dealer of: USHA MARTIN LTD./ HINDUSTAN COMPOSITES LTD.

Admin off: 137 Biplabi Rashbehari Basu Road, Ground Floor, Shop No.3, Kolkata 700001

Phone: 4602 4765/66/67/9163107000 email: info@indianstoressupplying.com

website: www.indianstoressupplying.com

আমার ইচ্ছে করে

শুভাশিস রায়চৌধুরী
টাওয়ার ৪ / ৭এইচ

আমার
ইচ্ছে করে মেঘের সামনে বৃষ্টির সাথে প্রেম করি
ইচ্ছে করে ছাদে উঠে বাজ-এর মধ্যে কাটি ঘুড়ি
ইচ্ছে করে আকাশটাকে করে দিই আরও নীল
ইচ্ছে করে রামধনু দিয়ে ঢেকে দিই সব গরমিল
আমার ইচ্ছে করে

আমার
ইচ্ছে করে অশ্বমেধের ঘোড়াটাকে আটকাই
ইচ্ছে করে মাইক মুখে চেঁচাই যাচ্ছেতাই
ইচ্ছে করে জীবনের রিল-এ চালাই পাগলা কাঁচি
ইচ্ছে করে ভবিতব্যের সাথে খেলি কানামাছি
আমার ইচ্ছে করে

আমার
ইচ্ছে করে অতৃপ্ত আত্মাদের খুব হাসাই
ইচ্ছে করে ইচ্ছেপরীর সাথে বসে গান গাই
ইচ্ছে করে একলা হতে, মিশে সবার সাথে
ইচ্ছে করে নেচে বেড়াই বিরল বৃষ্টিপাতে
আমার ইচ্ছে করে

আমার
ইচ্ছে করে আকাশটা চিরে উড়ে যাই হয়ে চিল
ইচ্ছে করে উড়তি প্লেনে টিপ করে মারি ঢিল
ইচ্ছে করে মুক্ত করি খাঁচার সকল পাখি
ইচ্ছে করে হারিয়ে বেড়াই বাঁধনকে দিয়ে ফাঁকি
আমার ইচ্ছে করে

আর দিনের শেষে বাস্তব এসে ইচ্ছের কান মোলে
তাই ইচ্ছেরা সব ইচ্ছা করেই ইচ্ছে করতে ভোলে

তবু ইচ্ছে করে
আবার ইচ্ছে করে
আমার ইচ্ছে করে ।

অলৌকিক

রিক্তা জোয়ারদার টাওয়ার ৪ / ৭ এইচ

ভেসে চলেছি
অদ্ভুত এক টানে,
মনে হয় সব বুঝি থেমে গেছে ,
সবকিছু
একাকী বাস স্টপে,ধূসর ভোরের মতো
নির্জন অপেক্ষায়,
এক অনায়াস নদী--
জন্ম-মৃত্যু যার অসীম পারাবার।
উদাসীন চঞ্চলতায়
অপেক্ষা কিছু সংকেতের
কেউ এসেছিল, চুপিচুপি-
আবার হারিয়েও যায় ঝাপসা কুয়াশায়।
মুহূর্তে স্থির হয়, উপলব্ধিরা
সেই পরম পূর্নতায়, সেই সর্বশূন্যতায়।
রোজ ভোরে কুয়াশা মেখে আসে ,
হারিয়ে যায় আবার আসে --------
এক অজানা অদ্ভুত অনুভূতি।

Heavenly Himachal ----- a travelogue

Sunita Dey Tower 7 / 4F

" The hills are alive with the sound of music"

----yes.....that's what I felt seeing the picturesque beauty of the hills of Dalhousie before my eyes while standing in the balcony of our hotel.

It all started with my wish to visit Himachal extensively __as I had only touched a few spots before. As my childhood was spent in the lap of the Darjeeling mountains, I have a strong liking for the hills. So as soon as the planning was done , me & my family set out for the heavenly Himachals.

Our first flight was via Delhi to the quaint little airport of Dharamshala which falls in the Kangra District & is approximately 150 km from the town of Dharamshala. We then proceeded by car for our home stay which we had booked earlier. We were in for a surprise --the homestay was beautiful ,nestled in the green hills---- but ---there was a big but----we had to climb some 60-70 steps to reach our abode. My husband was adamant that he wouldn't stay in such a remote place where accessibility was so poor --- & neither did my daughter. So after lunch we moved on to a lovely hotel in upper Dharamshala, i.e. McLeod Ganj. We had a beautiful view from the window & had an easy access to the local market at walking distance with all sorts of curios alluring us. On the way to Naddi village from McLeod Gunj, we visited a beautiful church –St. John in the wilderness Church --- a serene little church set amongst huge pine trees as far as your eyes can see. I was overwhelmed by the beauty of the place.

From Dharamshala we proceeded towards Dalhousie -------a mesmerising hill station with its mountains, lush green trees,colourful flowers & a misty mystery all around. We enjoyed the cold weather & my grandson had the opportunity of playing around the spacious hotel with it's beautiful garden. From here , we went to visit an amazing place ----Chamera Lake--- which is formed by the Chamera Dam on the Ravi River. It was wonderful place, with the bluish green water of the lake, surrounded by huge hills. Amazing beauty all around. The ride on a motorboat was an out of the world experience –water gushing behind us leaving a trail, sprinkles wetting our face, we were moving ahead speedily on the sea green water ----- mountains surrounding us, the blue sky overhead --- it was a mesmerizing experience. Our last stop was Shimla. Although I had visited it before, Shimla is always a feast to the eyes & a solace to the soul. The approach to Shimla with it's winding roads lined with pine trees

gives you an expectation of more at the end of the journey. Which it does fulfill with it's beautiful view from the Mall. The never ending pine trees as far as your eyes can see & imagining them to be covered by a white carpet of snow in the winters was really a wonderful sight & thought.

While returning down the winding path I reminisced the last few days of bliss. Anyway from the " madding crowd" ---- the hustle & bustle of the city life in Kolkata not to speak of the heat, sweat & grime I lived my life in thesolace of serene mountains, lush green trees, clear blue sky with occasional white clouds, heavenly soft wind touching my inner soul ----- be it for seven odd days ------ but I was contented.

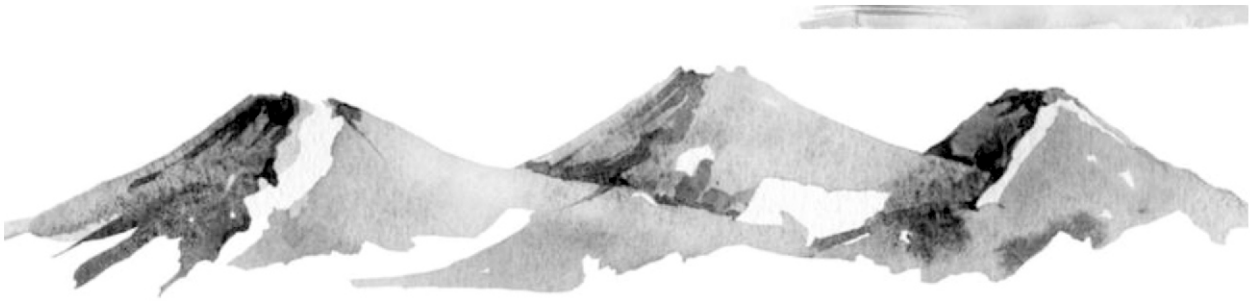

With best compliments from

A WELL-WISHER

ঝড়ের রাতে

রূপা হালদার টাওয়ার ১০/১২সি

সেদিন কালবৈশাখী ঝড়ে সন্ধ্যেয় হঠাৎই লোডশেডিং হয়ে গেল আমাদের এলাকায়। বহুদিন পর লোডশেডিং –এ একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিলাম। বাড়িতে এ নিয়ে হুলুস্থুল বেধে গেছে। কেউ CESC অফিসে ফোন করছে। ফোনে busy বলছে বলে আরও মাথা গরম। কেউ কপাল চাপড়াচ্ছে যে আজকেই লোডশেডিং হতে হল! আজ চেলসি আর লিভারপুলের একটা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ ছিল। দেখা হল না। এসব গজর গজরের মধ্যে আমি চুপচাপ মোবাইলের টর্চ জ্বেলে রান্নাঘর , ঠাকুরঘর তন্নতন্ন করে খুঁজে একটা দেশলাই পেলাম কিন্তু মোমবাতি তো নেই। কি জ্বালাবো? Emergency আলোর পাট বহুদিন আগে চুকে গেছে। এদিকে চতুর্দিক থেকে জ্ঞানের বন্যা আর মিষ্টি মিষ্টি বাক্যবাণ ধেয়ে আসছে....." বাড়িতে নিদেনপক্ষে একটা মোমবাতি রাখা উচিত এই ঝড় বৃষ্টির সময়ে"। "জিনিষ মাথা দিয়ে খুঁজতে হয়"....আরো ইত্যাদি ...ইত্যাদি। প্রচন্ড গরমে আরো মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। তবে আমিও ছাড়বার পাত্রী নই। যে ক্যাচটা লোফার সেটা ঠিক লুফে নিচ্ছি। আর যে বলটা ছাড়ার সেটা আলতো করে বাইপাস করে দিচ্ছি । দু একটা ছক্কাও যে হাঁকাচ্ছি না তা নয়। যাইহোক নিজেকে সামলে ব্যাটিংটা ঠান্ডা মাথায় করে মান্ধাতার আমলের একটা আধপোড়া মোমবাতি খুঁজে পেলাম । এই মুহূর্তে ঐ অবহেলিত মোমবাতিটি আমার মান সম্মান বাঁচিয়েছে। বাক্যবাণের ঠ্যালায় মনে হচ্ছিল নৈনিতাল থেকে আনা ঘর সাজানোর বেদানা শেপের মোমবাতিটা জ্বালিয়ে দেবো। যাক্ সেটা আর করতে হয়নি। ছোট মোমবাতিটা জ্বালিয়ে ডাইনিং টেবিলে রেখেছি। কিছুটা অন্ধকার দূর হতে সবার মুখে একটা স্বস্তির হাসি। সেদিন বুঝেছিলাম সেই মুহূর্তে ঐ আধপোড়া মোমবাতিটির কি কদর! জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা। কেউ বলছে, ওকে হাওয়ার আড়ালে রাখো। কেউ বলছে, ভাগ্যিস রিশপে বেড়াতে যাওয়ার সময় এটা কিনে এনেছিলাম । কেউ বলছে, না রে, এটা দেওয়ালির সময়ে কেনা হয়েছিল ছোট মোমবাতি গুলোকে জ্বালাবার জন্য। আমার মনে হল, তাহলে এটা হল মা-মোমবাতি। সবাই কে আলো দিয়ে নিজে অর্ধদগ্ধ হয়ে এক কোণে পড়ে আছে। আজ দরকারে মা-মোমবাতির খোঁজ পড়েছে ....ঠিক বাস্তব জীবনের মতো!

কম্পমান মোমবাতির নরম আলোয় কি মায়া বিছানো সন্ধ্যা! কোন এক জাদুবলে দেওয়ালে টাঙানো ঈজিপ্টের প্যাপিরাসে ক্লিওপেট্রার মুখটা যেন আরও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিত্বময়ী নারীর মুখে ব্যাঙ্গাত্মক হাসির রেখা যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। সত্যিই তো কোনোদিন ক্লিওপেট্রার মুখটা ভাল করে এমনভাবে দেখিনি । আসলে আলোর জৌলুসে থেকে অন্ধকারের

রূপটা ভুলতে বসেছি। অন্ধকারেরও নিজস্ব মৌলিক রূপ আছে। আলোর ঝলকানিতে সব জিনিস সহজে প্রতিভাত হলেও হৃদয় দিয়ে কতটুকু দেখি আমরা। এ এক আলো আঁধারির আশ্চর্য টানাপোড়েন - ঠিক জীবনের মতন। বাবার ফটোর দিকে চোখ পড়তে দেখি বাবা মৃদু হেসে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। সব কিছু নিবিড় পর্যবেক্ষণ করছে। যেন বাবা আমার মনের সব কথা পড়ে ফেলতে পারছে। যেন এক্ষুণি বলে উঠবে, তোমরা এত সহজে বিচলিত কেন হও? সমস্যা, স্বপ্নভঙ্গ, আঘাত এ তো জীবনের অঙ্গ। এ তো ফিরে ফিরে আসবে আর পেটাই লোহার পাতের মত তত মজবুত হবে মন, বুদ্ধি। উত্তরণের পথ তোমাকেই খুঁজতে হবে। বাবার চোখের দিকে তাকিয়ে আমার দুচোখ ঝাপসা হয়ে এল। রোজই তো বাবার ফটোতে ধূপ দেখাই কিন্তু এমনভাবে তো কোনোদিন দেখিনি! ছুটে গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে বলতে ইচ্ছে করছে , বড্ড তাড়াতাড়ি আমাদের ছেড়ে চলে গেছো। এখনও তোমাকে মিস্ করি বাবা।

মেঘ কেটে গিয়ে বুদ্ধ পূর্ণিমার চাঁদ আকাশে জ্বলজ্বল করছে। মেঘের দল অনবরত চাঁদকে ঢেকে দিতে চাইছে। কিন্তু মেঘের আড়াল থেকে আবার সে উঁকি দিচ্ছে। আলোয় ভেসে যাচ্ছে আমার ব্যালকনি, বেডরুম । কতদিন পর এমনভাবে আলোআঁধারি সন্ধেকে দেখলাম ঠিক ছোটবেলার মতন। সবার মোবাইলের চার্জ শেষ। গুটি গুটি পায়ে একে একে বাড়ির সবাই বারান্দায় এসে বসেছে। রাতের মধ্যে কারেন্ট আসার চান্স কম। খাবার টেবিলে ছাড়া কারোর সাথে কারোর সারাদিনে দেখা হয় না। এক একটা ঘর যেন এক একটা দ্বীপ। আছে সবাই একই ছাদের তলায় কিন্তু যে যার জগৎ নিয়ে ব্যস্ত। যান্ত্রিক জীবন। ভাগ্যিস লোডশেডিংটা হল বলে আজ সবাই সবাইয়ের মুখোমুখি। কর্তা পুরোনো দিনের হিন্দী গান একের পর এক গেয়ে যেতে লাগল। ইয়ে রাত ভিগী ভিগী , ইয়ে মসত্ ফিজায়েঁ, উঠ আ ধীরে ধীরে ও চাঁদ পেয়ারা পেয়ারা.....। ছেলে ধীরে ধীরে গীটারটা নিয়ে এসে বাবার গানের সঙ্গে বাজাতে লাগলো। আমি নির্বাক শ্রোতা। ভালোলাগার আবেশে ডুবে গেলাম । ওদের অনুরোধে "মধুর তোমার শেষ যে না পাই" গাইলাম। চোখ খুলে দেখি চারিদিক আলোয় ঝলমল করছে। কারেন্ট এসে গেছে। অন্ধকার বা আলো কখনোই চিরস্থায়ী হতে পারে না। এ সত্য আমরা সবাই জানি তবুও না বোঝার ভান করে অকারণে বিচলিত হই। সারা পাড়া হৈ হৈ করে উঠলো....কারেন্ট এসে গেছে.....কারেন্ট এসে গেছে।

Anita Dey, T5/6C

Are We Really Free

Ronit Samaddar Tower 1/5G

Every day you see, the birds chirping by
Every day you see the clouds in the sky
Their flight fills you up with envy
Oh, are we really free?

Why is it you rush past this sight?
Instead marching to work like a knight
Not someone fighting a cause he does believe
At the end, a bag of money is all you receive

Where is that child who liked to explore?
Where is the passion that was there before?
All I see now is a mere robot
Following the crowd is all it is taught

Oh man your life Is like a glass of wine
No matter how much you fill, it will be fine
You may fear that too much wine may overflow

But that fear Is futile as glass will someday crack
And all the wine will be lost although
You make your best efforts to bring it back

So you may just enjoy the wine till it remains
But still, you will keep following as if In chains
And live, such that the society accept thee
Oh, are we really free?

বন্ধু... কিছু কথা...অপরা প্রসাদ রায়

টাওয়ার ১/১০ডি

বন্ধু মানে, ইচ্ছেমতন যেমন তেমন মাতন নতুন নতুন খেলায়।।
বন্ধু মানে, সব দুঃখ ভুলে মনের টানে ভাসা সুখের ভেলায়।।
বন্ধু মানে, সেইসব শৈশবের স্কুলের দিনে আলাপ, অল্প থেকে অনেক গল্প কথা।
বন্ধু মানে, চোখ চাওয়া-চাওয়ি, কাছে আসার ডাক, মেলে দেওয়া মনের ডানা॥
বন্ধু মানে, আমার-তোর নেই কিছু, শুধুই ভাগ করে নেওয়া।
বন্ধু মানে, মানে না খুঁজে মনের কথা উজাড় করে দেওয়া।
বন্ধু মানে, গণ্ডিবিহীন পথ, হাতে হাত রেখে একসাথে চলা।
বন্ধু মানে, অশেষ বিশ্বাস আর বাঁধনছাড়া অগাধ ভালবাসা।
বন্ধু মানে, হোক না এপার ওপার, মাঝে ফল্গুধারা বয়ে যাওয়া।
বন্ধু মানে, একটু ইশারা, একটা ছোট্ট ডাকে তাকে পাশে পাওয়া।
বন্ধু মানে, হঠাৎ দেখায় পুরানো না ফুরানো কথার পাল তুলে দেওয়া॥
বন্ধু মানে, গ্রীষ্মের নিদাঘে শীতল জলে স্নান, বরষায় শ্রাবণ বারিধারা।
বন্ধু মানে, শীতের সকালে সবে মিলে সোনালী রোদ্দুর গায়ে মাখা।
বন্ধু মানে, বসন্তের কোকিলের কুহুতান, স্নিগ্ধ দখিনা হাওয়া॥
বন্ধু মানে, শারদ সকালে শিশির ভেজা ঘাস আর শিউলি ফুটে থাকা।
বন্ধু মানে, নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা, মিঠে বাতাসের ছোঁওয়া।
বন্ধু মানে, কাশ ফুল দোলা, দুর্গা মায়ের আগমনী
গান, বন্ধুদের মনে পড়া॥
বন্ধু আসে, গড়ে বন্ধন জীবনের সকাল বিকেল সাঁঝের বেলায়।
বন্ধু যে কত মধুর, দূরে থেকেও কাছাকাছি, 'বন্ধুর' পথের চলায়॥
বন্ধু নামের নেই কোনো পদবী, ঠিকানা হাত বাড়ালেই, এমনই আছে কথায়॥

With best compliments from

A WELL-WISHER

মা

ভাস্বতী রায় টাওয়ার ১ / ১০ডি

ছোট থেকে বড় হতে হতে মা শব্দের অস্তিত্বই বদলে গেল ----- মনে পড়ে স্কুল থেকে ফিরে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে দৌড়ে উঠতে উঠতে 'মা খুব খিদে পেয়েছে' চিৎকার আমার ---
একটাই উত্তর মুহূর্তে শান্ত করে দিত আমাকে -- 'এইতো হাত মুখ ধুয়ে আয়, দেখ কি রান্না করেছি আজকে।'
রেজাল্ট বেরোনোর পরে--' মা জানোতো পড়লাম, তাও সেরকম ভালো নম্বর পেলাম না।'---
সব দুঃখের সমাধান --'সামনের বার আরেকটু বেশি চেষ্টা করিস ঠিক পাবি।'
এবার আমি কিশোরী হলাম। অনেক ভয়, অনেক কৌতুহল চোখে মুখে ---'মা জানো আজকে একটা ছেলে চিঠি ছুঁড়ে দিয়েছে বাসে, স্কুল থেকে ফেরার সময় '---
মায়ের শান্ত শীতল উত্তর, মুখে হালকা হাসি --'আমার মেয়েটা বড় হয়ে গেল।'

আমি বড় হতে লাগলাম ---
একদিন বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে এলাম---
মায়ের হাতে যে রান্নাগুলো একঘেয়ে লাগতো সেগুলো মিস করতে শুরু করলাম---
এক সময় আমি মা হলাম--- মানুষ সৃষ্টির উত্তেজনাতে ভুলতে থাকলাম শারীরিক সব কষ্ট--- যেদিন আমার কন্যা এলো আমার কোলজুড়ে,
কান্নাতে ভেঙ্গে পড়লাম মা কাছে আসতেই --'মা এত কষ্ট করেছো আমার জন্য তুমি বলনি তো কোনদিনও?'
আবারো মায়ের শান্ত সৌম্য চেহারা মুগ্ধ করলো আমাকে--- 'কি করে বলবো, তোকে দেখেই তো ভুলে গেছিলাম সব।'

সময় এগোতে থাকে তার নিজের নিয়মে ----
এখনো মা আমার কাছে আসে বছরে একবার ---আজও দুহাত ভরে কত কিছু আনে--- বারণ করলে বলে 'মা কি কখনো খালি হাতে আসতে পারে মেয়ের কাছে? নিন্দে হবে যে।'
আচ্ছা বলো তো মা তুমি যদি না আসতে কাকে মা বলে ডাকতাম?

হ্যাঁ, মা প্রত্যেক বছর প্রাণভরা আশীর্বাদ নিয়ে আসে আজও ।
এই যে পাঁচ দিন কথায় কথায় মা মা করার অভ্যেস হয়ে যায়, সেটা ছাড়তেই যত ঝামেলা নিজের সাথে।
অপেক্ষার শুরু---
আসছে বছর আবার এসো মা। 🙏

Adrita Roychoudhury *, T1/ 7E*

नया भारत,नया विश्व

नेहा त्रिपाठी टावर २/४ जि

तकनीक आधुनिक युग का एक ऐसा साधन है जिससे हर प्रकार की सुविधा को प्राप्त किया जा सकता है। यह एक ऐसे अस्त्र के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित है जिससे हम कोरोना महामारी के दुर्गम समय में भी अपनी जीवन वाहिनी को भली-भाँति सुचारू रूप से चला सके। जब मार्च 2020 में शिक्षण संस्थान अनिश्चित काल के लिए बंद होने लगे तब सब कुछ असंभव प्रतीत हो रहा था। कल्पना से परे, अभूतपूर्व, उस स्थिति में सब की दशा शोचनीय थी। सभी को यही लग रहा था कि विद्यालय बंद हो जाने से शिक्षार्थियों को शिक्षा से वंचित रहना पड़ेगा, परंतु यह क्या, यह तो चमत्कार हो गया। शिक्षण संस्थानों की इमारतों के बंद होने के बावजूद विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आई। हाँ, यह अवश्य था कि कुछ विद्यालय या शिक्षण संस्थान प्रारंभ से ही सुचारू रूप से चलने लगे क्योंकि वे विद्यार्थी या अभिभावक संपन्न वर्ग के थे उनके पास सभी आवश्यक सुविधाएँ पहले से ही उपलब्ध थीं। परंतु कुछ अभिभावकों तथा शिक्षार्थियों को कुछ समय तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्योंकि इस अभूतपूर्व परिस्थिति के लिए कोई भी तैयार नहीं था। उस समय में सरकार द्वारा प्रशंसनीय कदम उठाए गए। स्थान-स्थान पर सरकारी विद्यालयों में खाद्य सामग्री आदि का निःशुल्क वितरण किया गया। परोपकारी संस्थाओं द्वारा स्मार्ट मोबाइल फोन, आईपैड आदि सिम कार्ड के साथ विद्यार्थियों में निःशुल्क वितरित किए गए। जिससे उनकी शिक्षण गतिविधियों में कोई अवरोध ना आए। शिक्षा मंत्रालय ने भी भारत सरकार के निर्देशानुसार दूरदर्शन के निःशुल्क चैनलों पर विभिन्न विषयों तथा कक्षाओं के अनुसार शिक्षण प्रसारित करना प्रारंभ किया जो बहुत ही लाभप्रद था। जिन स्थानों पर इंटरनेट अथवा मोबाइल की सुविधा नहीं पहुँच पाई उन स्थानों पर दूरदर्शन शिक्षा का माध्यम बना। हर शिक्षण संस्थान चाहे वह विद्यालय हो, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय, सभी कर्मचारियों और शिक्षकों को भी तकनीकी ज्ञान देकर उन्हें भी निपुण बनाया जाने लगा। आज उन शिक्षकों तथा कर्मचारियों की गुणवत्ता में आकाश-पाताल का अंतर आ चुका है। आज वे भी बेहद आत्मविश्वास के साथ इस बदलती तकनीकी दुनिया से कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। तकनीकी ने हर असंभव कार्य को संभव कर दिखाया है। प्रारंभ में यह महसूस किया जा रहा था कि शैक्षणिक गतिविधियों में एक ठहराव आ जाएगा परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और कक्षाओं का संचालन , परीक्षाएँ , नृत्य , संगीत , चर्चाएँ , वाद - विवाद , कविता - पाठ आदि सभी प्रकार की गतिविधियाँ सुचारू रूप से घर में सुरक्षित रहते हुए चलने लगी और पूरी तरह से सफल भी होती रही। यदि यह तकनीकि ना होती तो यह सब कुछ सचमुच असंभव था। किसी अवरोध के बिना शिक्षा का संचालन हो रहा था और महामारी को भी इस हौसले और तकनीकि के समक्ष पराजय स्वीकार करनी पड़ी। विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ सुचारू रूप से संचालित की जा रही थीं । कहीं बच्चे अपने नृत्य का चलचित्र दिखाकर विभिन्न कार्यक्रमों में रंग भर देते, तो कहीं मेधावी कविता पाठक अपनी कविताओं को ऑनलाइन अथवा ज़ूम, टीम्स , गूगल आदि

एप्स के माध्यम से कविता कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे। चित्रकारी में निपुण विद्यार्थी अपनी कलाकृतियों का प्रदर्शन ऑनलाइन माध्यम से कर सबको मोहित कर रहे हैं। इतना ही नहीं कई विद्यार्थी तकनीकि में इतने निपुण हैं वे अपने शिक्षकों और अभिभावकों को भी आश्चर्यचकित कर दिया करते थे। उनकी छिपी प्रतिभाओं को भी एक मंच प्राप्त हुआ, जहाँ उनको काफी प्रशंसा मिली। महामारी के समय शिक्षण संस्थानों में स्वतंत्रता दिवस , शिक्षक दिवस आदि सभी कार्यक्रम बड़े ही निराले और अभूतपूर्व ढंग से मनाए गए । उनमें सभी शिक्षक एवं शिक्षार्थी घर पर सुरक्षित रहते हुए सम्मिलित हुए , इसका श्रेय पूर्णतया तकनीकि को ही जाता है। कुछ ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षार्थियों की शिक्षा पर अवश्य प्रभाव पड़ा क्योंकि उनके पास साधनों का अभाव था परंतु सरकार द्वारा निःशुल्क ऑनलाइन कक्षाएँ तथा दूरदर्शन पर पाठ्यक्रम का पाठन करवा कर उनकी भी शिक्षा को अनवरत चलाने का सफल प्रयास किया गया । जिस प्रकार पूर्णिमा के सुंदर , श्वेत उज्जवल चांद में भी दाग दिखाई दे ही जाता है उसी प्रकार हर वस्तु की कुछ ना कुछ कमियाँ भी होती हैं । उसी प्रकार तकनीकि की कुछ हानियाँ भी हैं। जैसे विद्यार्थियों की नेत्र ज्योति को क्षति पहुँचती है। साथ ही उनकी विभिन्न विद्यालयी गतिविधियाँ भी रुक गई थीं जिससे उनका सर्वांगीण विकास अवरुद्ध हो रहा था। लंबे अंतराल तक लैपटॉप अथवा मोबाइल लेकर बैठने के कारण उनके मेरुदंड पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा था।

अंततः यह कहना सर्वथा उचित ही होगा कि महामारी के समय में तकनीक एक ऐसे वरदान के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ जिसका उपयोग कर हम अपनी शिक्षा को साथ ही साथ अपने जीवन को सुचारू रूप से अनवरत निर्विघ्न संचालित कर सके । कुछ कार्य तो ऐसे भी हैं जिन्हें तकनीकि के माध्यम से आसानी से घर बैठे , बिना किसी शुल्क के तथा बिना किसी कतार में लगे कर लिया जा रहा है जिसकी हमने सामान्य जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस महामारी ने हमारी सोच की काया पलट कर दी है । महामारी समाप्त हो जाने पर विश्व का पूर्णतया नवीन स्वरूप हम सबके समक्ष मुस्कुरा रहा है , जिसमें 2020 तक अकाल्पनिक और असंभव समझी जाने वाली बातें भी सहज संभव हो गईं । फलतः आज नवीन भारत , नवीन विश्व तथा नवीन सृष्टि हमारे नवीन जीवन की भेंट लिए मुस्करा रहे हैं।

উড়ান

সুতীর্থা সেনাপতি টাওয়ার ৫/৫এইচ

শেষ রাতের দিকে হাল্কা তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন বিতানবাবু। হঠাৎ বালিশের নীচে তীব্র ধাতব অস্থিরতা; দিনকয়েক আগে কেনা মুঠোফোনটা চিৎকার করতে না পেরে গোঙাচ্ছে। বালিশের তলা থেকে ফোন বের করতেই নীল স্ক্রীনে ফুটে উঠল নির্মাল্যর নাম। ছেলে ফোন করেছে নিউ জার্সি থেকে। চোখ না খুলেই বিতানবাবু বললেন, "হ্যালো।"

ফোনের অপরপ্রান্ত থেকে ছেলের গলা -- "হাই ড্যাড, দেয়ারস্ আ ড্যাম গুড নিউজ। প্রমোশন হয়েছে আমার। ও হ্যাঁ, যেটা বলার ছিল- আমার পক্ষে রাইট নাউ ইন্ডিয়ায় ফেরা টা জাস্ট নট পসিবল্। তুমি চাইলে এখানে চলে আসতে পারো অথবা কোনো হোম টোমে..." ... পরের কথাগুলো আর শুনতে পারেননি বিতানবাবু। নির্মাল্যর টকটাইম শেষ; বিপ্ বিপ্ শব্দ টা তারই জানান দিচ্ছে। শ্লথ পায়ে বারান্দায় এলেন তিনি। লম্বা বারান্দার এক কোণে রাখা টিয়াপাখিটাকে জল আর খাবার দিলেন-- রোজকার অভ্যাস। পাখিটার ডানদিকের ডানায় লাগানো ব্যান্ডেজটার একটা অংশ খুলে গেছে। আসলে গতকাল দুপুরে খাঁচার দরজা টা খোলা ছিল। আর পাশের বাড়ির হুলো বেড়ালে সদ্ব্যবহার করেছে এই সুযোগের! পাখিটার কর্কশ চিৎকারে প্রায় ছুটে এসেছিলেন বিতানবাবু। তাই রক্ষা!

আজকাল বড্ড একা একা লাগে বিতানবাবুর। স্বাতী চলে গিয়েছেন প্রায় বছরখানেক হলো। ছেলেও বিদেশে। নিজে একসময় স্কুলের শিক্ষকতা করতেন বটে কিন্তু নিজের আদর্শ ও নীতিগুলো আত্মজের মধ্যে বিকশিত করে উঠতে পারেননি বোধহয়!

অসহায় লাগে নিজেকে ভীষণ; রাজনৈতিক কচকচানির দৌলতে পেনশনের পেপারস্ও আটকে আছে। ডানাকাটা পাখির মতোই লাগে নিজেকে; সামনেই অবারিত আকাশ অথচ ওড়ার মতো ক্ষমতা নেই তার!

পাখিটাকে নিশ্চিন্তে দানাপানি খেতে দেখে রাগে ব্রহ্মতালু জ্বলে ওঠে বিতানবাবুর। রাগে বিড়বিড় করে বলে উঠলেন, "হতচ্ছাড়া পাখি! সুখের বাসায় পেটের পুষ্টি হচ্ছে অ্যাঁ! মর্ তুই। থাক্ তোকে বেড়ালেই থাক্!" পাখিটাকে টান মেরে খাঁচা থেকে বের করে বারান্দা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন বিতানবাবু। বাড়ির নীচের পাঁচিলে তখন হুলো বেড়ালের লোলুপ দৃষ্টি। পাখিটা ডানা ঝটপট করে উঠলো কয়েকবার। তারপর দৈহিক সমতা বজায় রেখে ঠিক উড়ে গেল কৃষ্ণচূড়া গাছটার মাথার ওপর দিয়ে। আকাশের শরিক হয়ে। পাখিটা উড়ছে! ট্রপোস্ফিয়ারের বিভিন্ন স্তরবিন্যাস পেরিয়ে উঁচুতে, আরও উঁচুতে উড়ছে.....!

. . . . . .

হঠাৎ একটা জোরালো ঝাঁকুনি! তারপর আশেপাশে ব্যস্ততার অস্পষ্ট আওয়াজ।

-- "আরে মশাই হলো কী! উঠুন উঠুন! শরীর টরীর খারাপ নাকি অ্যাঁ? দেখি টিকিটটা দেখি..."

ঘুমটা চকিতে ভেঙে গেল বিতানবাবুর। কালো কোট পরিহিত টিটিই এসেছেন টিকিট চেক করতে। ট্রেনটা খড়গপুর জংশনে দাঁড়িয়ে। ভোরের আলো ফুটে গেছে অনেকক্ষণ। ফাঁকা কামরায় চুপ করে বসে বিতানবাবু

ভাবলেন ভোররাতে দেখা স্বপ্নটা। হাতের মুঠোয় তখনও দলা পাকানো একটা টেলিগ্রাম --- "CAN'T COME. HAVE SENT THE MONEY. FIND AN OLD AGE HOME RIGHT AWAY..... NIRMALYA."

হ্যাঁ, এতদিন পরে গন্তব্যের একটা সন্ধান পেয়েছেন বিতানবাবু। যে গন্তব্যে কোনো ক্লান্তি বা অবসাদ নেই। আছে নতুন করে শুরু করার একটা প্রাণবন্ত উদ্দামতা। জীবনকে মহাজীবনের রূপ দিতে হবে যে! তিনি ঠিক করলেন যেসব ছোটো ছোটো প্রাণগুলি যারা দোকানে, বাজারে, রাস্তায় দুবেলা দুমুঠো ভাতের আশায় হাক্লান্ত করে ঘুরে বেড়ায় তাদের তিনি শিক্ষার আলোয় আলোকিত করে তুলবেন। তিনি তাদের আর সেই অন্ধকারে পড়ে থাকতে দেবেন না।

ট্রেনের জানালা দিয়ে এক চিলতে রোদ্দুর এসে পড়ে বিতানবাবুর চোখে-মুখে। বাইরে তখন নাম না জানা কোনো পাখির পিক্-পিক্ আবহ.....

Chirayu Chatterjee, T6/4F

With best compliments from

M.K. Marketing

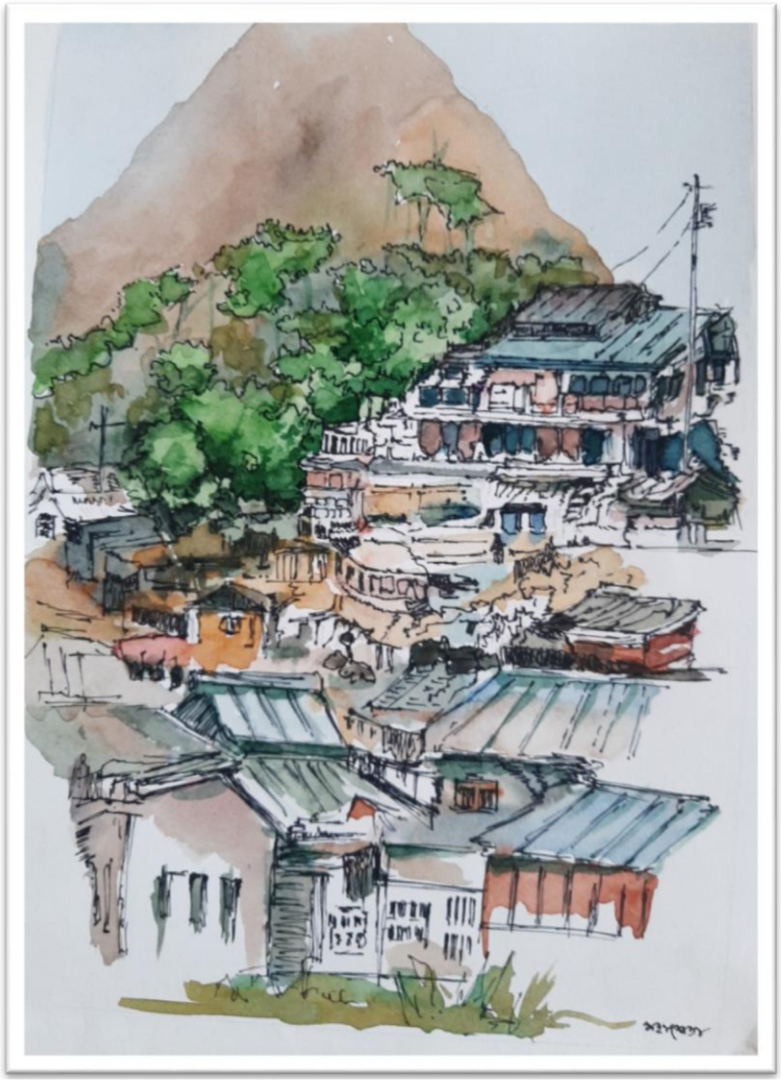

Mahasweta Chakraborty, T 5 / 9E

হৃদি কথা

ড: সায়ন্তী তালুকদার টাওয়ার ৩/৫ এফ

বাপি তোমাকে হারিয়ে

আজ বেশ কিছুদিন হল লেখার
চেষ্টা করছি; কথা হারিয়ে
ফেলছি, বুঝতে পারছি, যে
দুঃখগুলো বড় করে দেখতাম,
তা আজ নেহাতই গৌণ। বিশাল
শোকের সামনে জাগতিক কষ্ট,
দৈন্য সবই নগণ্য। একান্ত
নিজের মানুষ হারিয়ে গেলে
কোন কিছুই আর স্পর্শ করে না
আগের মতো। না প্রেম, না স্বপ্ন,
না বেদনা, না আনন্দ। কেনই বা
বেঁচে আছি তার মানেও স্পষ্ট
নয়; এক নির্মম অসহায়তা,
কি নিদারুণ দুঃসময়!

.....

মেয়েবেলা

সেই মেয়ের তো ডানা ছিল ছোট থেকেই ।
বয়স বাড়ার সাথে কে যেন কেটে দিল তাকেই।
এতই যদি সহজ হতো, আবার জুড়তে পারতো
না মোটে! ভালোবাসার বাস
অন্তরে, তাকে মিথ্যে দিয়ে ভুলিয়ে
রাখবে, সাধ্য কি সমাজের?
তাই প্রেমের অঙ্গীকার
নিও , সেরকম একটি 'মন' পেলে ছুঁয়ে থেকো।
মনে রেখো, সেই মেয়ে ছোট
থেকেই আকাশকে ভালোবাসে।
এক উন্মুখ প্রতীক্ষায় দিগন্তে ধেয়ে যায় কোন
হৃদয়ের গভীরে।
পাখির ডানা আজও তার স্বপ্নকে বিহ্বল করে এক
নিবিড় আনন্দে।

মহালয়া ও শারদীয়া

স্নিগ্ধ শারদ প্রাতে তোমার আবির্ভাব;
করুণ বীণার সুরটি বাজে, স্মৃতিসৌধে
আজ; কোথায় যেন হারিয়ে গেছে
মহালয়ার ভোর, একসাথে শুনতে
বসা রেডিও গ্রামোফোন; শৈশবের
দিনগুলির নিত্য আসা-যাওয়া,
শুধু মনের মাঝে ফিরে ফিরে ব্যাকুল
ভাবে চাওয়া------
অশ্র-সজল নয়ন আজ
কী যেন খোঁজে;
যান্ত্রিকতায় অভ্যস্ত জীবন কেন যে
মরে না লাজে!!

ফিরিয়ে দাও 'দেবী'
সেই মুহূর্তদের একটি বার,
হাজার কাজের মাঝে।

.....

সারাদিনের ক্লান্তি নিয়ে শুতে
যাই প্রতি রাতে, নির্ঘুম
অন্ধকারে কথা বলি নিজের
সাথে।
সদ্য হারানো আপন জন,
বারণ না মানা মনকোণ,
তোমরা ছিলে, তোমরা আছো,
ভিজে যায় চোখের কোল।
এভাবেই চলে যাই আবছায়া
ঘুমঘোরে, স্বপ্ন মাঝে জেগে
উঠি শুভ্র সুন্দর শারদ প্রাতে,
দেখি চারপাশ ছেয়ে গেছে
দুধ- সাদা
কাশে কাশে।

আমার আমি

ভাবি নি কোনদিন কলম ধরবো,
লিখে ফেলবো হাজারো
কথা, মনের ব্যাকুলতা;
আজ বুঝি, ভাষা হয়তো
অনেকেরই আছে;
কিন্তু যারা লেখে, তারা
অসম্ভবকে ভালোবাসে;
কান্নাকে প্রশ্রয় দিতে দিতে,জয়
করে নেয় যন্ত্রণাকে!
আমিও ভালোবেসেছি কোনো
এক অজানাকে, চেনা গন্ডির
বাইরে গিয়ে, হারিয়ে ফেলে
বারবার,
খুঁজেছি 'আমার আমিকে'
সায়ন্তী - অন্তর - বাণীকে।

.....
মনের ক্ষোভ মনেই মিটে যাক;
রোজ রোজ তাকে বয়ে নিয়ে
যাওয়া অশান্তিকে ডাক !
আঁধার পেরিয়ে আলো দেখবো,
সবার প্রত্যাশা থাক।
আমি যে ব্যতিক্রম নই সে কথা
বুঝেছি,
যেদিন থেকে আমারই মতো কিছু
মানুষ চিনেছি ।
সবুজ প্রাণ আজও রয়ে গেছে,
কেন তা জানি না!
বয়সই বাড়ছে আমার
সেই অনুপাতে 'মন' না।
একি অভিশাপ না আশীর্বাদ,
এত ভাবা ভালো না ।
যতবার চাই 'ঘৃণা'- কে ঘৃণাই
ফিরিয়ে দেবো, ততবার পরাস্ত হই,
আমি পারিনা।
একটাই কারণ বোধহয় --
আমার জন্মলগ্ন ছিল
ভালোবাসা, তাই যেখান থেকে
যতটা পাই, আনন্দে আপ্লুত হই।
ভালোবাসার উপলব্ধি আমার এতটাই প্রবল,
যে ক্ষতগুলো ভুলে যাই।

The Morning Musing

I never knew I would be in love with the Unusual
Till I met thee walking away from me.
I could never feel this complete before
Had you not left the void within me unfulfilled
Urging me to seek among the trees, flowers and bees
That Eternal Music so gracefully unifying you and me.
I could never imagine what succumbing to Happiness would be--
Never to engulf me wholesomely,
Yet giving me Hope of some super power
Working miracles day and night mercifully!
Wishing to break free seemed to be the most natural
Outcome of it all--
Had I not felt an invincible bond tying me to some unknown camaraderie.
That is my Life-- painful and joyful simultaneously;
Perhaps this is called 'Prudence',
My Existence has acquired Mastery.

Dr Sayanti Talukdar, T3/5F

With best compliments from

A WELL-WISHER

`Morning Walks for Me are meant for Morning only'.

Sidheshwar Ghosh Tower 10 / 3F

Having slept late last night due to Holi get togethers, today got up late at around 8.00 AM. Was feeling heavy may be due to late dinner or may be due to the absence of my routine Morning Walks for the last 3 days. The mind in me wanted me to sleep for some more time but mybody muscles started demanding some calorie burning workouts from the habit I have. After some dilemma and sensing that outside morning was still pleasant and the Sun was still mild, the demand of my body finally won and I decided to go out for my regular, 4 Km morning walk. When I stepped out of for the walk, it was 8.30 AM. My jogging track of our multi-storeyed and multi-tower housing complex passes through the back of towering houses – where kitchen window of many houses opens out .

I had hardly walked for 5 – 7 minutes, when I came across this very familiar and very tempting smell of luchi (puri) and begun bhaja (brinjal fry) coming out from one of the house kitchens. I could picturise in my mind the image of phulko (fluffy)luchi and shallow fried begun bhaja in a plate on the breakfast table... I had to push hard, the luchi-begun bhaja out of mind to concentrate on my walk, but I had hardly gone some distance when I came across strong smell of some parathas being fried - along with it the sound of Khunti (flat spoon) being stirred frequently over the tawa. My attention and imagination again went back to that kitchen trying to guess if it's a plain paratha or some stuffed paratha? what could be the side dish? etc etc .... when a voice of a young boy came out from that house saying `Mumma, I don't want alu dum, I want an omelette'....Ufff the morning walk again became difficult.

realised that my usually brisk morningwalks have become quite slower today and every step was becoming harder to put. Mustering all the will power, I shook the foodie in me - out of my senses and started concentrating on the morning walk for which I had come out. I realised that since my childhood if one thing that has not changed in Bong / Indian households, is that Sundays are still special with palatable breakfasts and mouth watering lunch being made at every house.

But today's morning walk was becoming tougher and tougher as I passed though different kitchen windows, which were cooking all delicious breakfasts filling the atmosphere with its

tempting smells. The working men of our housing complex - who play cricket in the morning on their off days had also taken a break from their cricket and were seen feasting upon the sambhar wada, dosa, sandwiches etc. In a couple of houses, got the smell of fish - fresh from the Sunday market getting fried for an early lunch preparation and I started wondering, by the time I finish my walk and go to the market, will I be able to lay my hand on good quality fishes before they are sold out?

Engrossed in these thoughts, I had probably walked now for may be 15 minutes, when suddenly from the blue heard the whistle of a cooker which seemed quite long and that was it... The cooker whistle was followed by a strong aroma of raw Mutton being cooked and it started following me in my tracks. I have a big weakness for the Mutton (even though doctors and my wife discourages it) and all the resistance in me towards `thought for foods' elted and I couldn't help abandoning the morning walk in the middle and headed straight to the nearby Mutton shop to buy some raw mutton for the lunch. Nothing is more heavenly than a Mangso-Bhaat (Mutton curry rice) for a Sunday Lunch followed by a nap

Came back home with raw mutton, to the utter surprise of my wife followed by her long lecture against consuming red meat and how the hell can I get distracted from a health defining morning walk by a mere smell of mutton... I said to her, can't help it - `**Morning Walks for Me are meant for Morning only**'.

গল্পদাদুর আসর

রঞ্জন চক্রবর্তী টাওয়ার ৪ / ৯এ

এসে গেছি গল্পের ঝুলি নিয়ে। আজ বলব এক ভুতের গল্প। নাতি নাতনীরা সব হাজির তো? বেড়াতে গিয়ে ভূতের খপ্পরে কজন পড়েছেন জানি না। আমি পড়েছিলাম। অবশ্য বেড়াতে গিয়ে নয়, অফিসের কাজে গিয়ে, সেটাকে বেড়ানো হয়ত বলা যায় না, অফিসিয়াল ট্যুর এর ঠিকঠাক বাংলা প্রতিশব্দ করলে বোধহয় পেশাগত ভ্রমণ বলাই যায়।

বারানসী থেকে লখনৌ যাওয়ার দুটি রেলপথ আছে, একটি শাহজাহানপুর হয়ে, অপরটি বাদশাপুর, আমেথি, রায়বেরিলি হয়ে। দ্বিতীয় পথটি দিয়ে হাওড়া থেকে একটি মাত্র ট্রেনই যায়, সেটি হল অমৃতসর মেল।আমেথি আর রায়বেরিলির নাম সবার কাছেই পরিচিত। রায়বেরিলি থেকে ২৬ কিলোমিটার দূরে রায়বেরিলির পথে একটি ছোট্ট স্টেশন আছে গৌরীগঞ্জ নামে। ছোট্ট স্টেশন হলেও এই স্টেশনের গুরুত্ব হল এর কাছেই টিকারিয়াতে এসিসি সিমেন্টের একখানি কারখানা আছে। আমি পেশাগত ভাবে যে সংস্থাতে চাকরি করি সেই সংস্থার সাথে ওই সিমেন্ট কারখানার ব্যবসায়িক সম্পর্ক আছে। আমাদের সংস্থায় তখন এসএপি নামক একটি সফটওয়্যার প্রযুক্তি গ্রহণ করা হচ্ছিল। ইন্সটলেশন ও ট্রেনিং দেওয়ার জন্যই আমাদের গৌরীগঞ্জ যাত্রা। সন্ধ্যায় হাওড়া থেকে অমৃতসর মেল ছেড়ে দুপুর আড়াইটে নাগাদ গৌরীগঞ্জে গিয়ে নামি আমরা তিনজন; আমি ও আমার সহকর্মী সুব্রত ও অভিষেক। স্টেশনের চত্বরেই প্রায় আমাদের অফিস।

গৌরীগঞ্জ উত্তর প্রদেশের একটি গ্রামই বলা যায়। মেন রোডের আশেপাশে মিলিয়ে মোটামুটি এক বর্গকিলোমিটারের গ্রাম বা গঞ্জ। কয়েকটি মুদি দোকান, কয়েকটি মনিহারি দোকান, শাক সবজির দোকান, একটি চায়ের দোকান, যেখানে পকোড়া সামোসাও পাওয়া যায়। থাকার কোন ব্যবস্থা গৌরীগঞ্জে নেই। খুবই অনুন্নত এই গঞ্জটি। আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে রায়বেরিলি তে।

যেহেতু আমরা ট্রেনজার্নি করে এসেছি, আমাদের অফিসের ম্যানেজার সামান্য আলাপচারিতা, চা জলখাবার খাইয়ে সেদিনের মত আমাদের হোটেলে ছেড়ে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন। কাজকর্ম পরের দিন থেকে শুরু হবে।ওখান থেকে রায়বেরিলি যেতে সময় লাগে প্রায় দুই ঘন্টা। ম্যানেজার অজয় সিংহ আমাদের ওনার ব্যক্তিগত গাড়িটি দিয়ে দিলেন, গাড়িটি আমাদের হোটেলে ছেড়ে ওখানেই থাকবে, পরের দিন আমাদের নিয়ে আবার অফিসে আসবে। রাস্তায় পড়ে জাইস নামে এক গ্রাম। এখানে মালিক মুহম্মদ জাইসি নামের এক কবির সমাধি আছে। বহুবার যাতায়াত

করেছি কিন্তু কোনদিন নেমে দেখিনি। বছর কয়েক আগে পদ্মাবতী সিনেমাটি দেখতে গিয়ে জানলাম মূল কাহিনীটি কাব্যাকারে লিখেছিলেন এই মালিক মুহম্মদ জাইসি। অমৃতসর মেল জাইস স্টেশনেও দাঁড়ায়।

যাই হোক, রায়বেরিলিতে উত্তরপ্রদেশ পর্যটনের হোটেল "রাহী"তে তিনটে ঘরে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়। দোতলায় দুটি ঘরে আমি আর সুব্রত, একতলায় অভিষেক। বিরাট বড় হোটেল, মাঝখানে ঘোরানো সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। একটা অদ্ভুত বিষয় লক্ষ্য করেছিলাম, এতো বড় হোটেলে আমরা তিনজন ছাড়া আর কোন অতিথি নেই। সেদিন রাত্রে আমরা খুবই ক্লান্ত ছিলাম। স্নান করে তাড়াতাড়ি রাত্রের খাওয়া শেষ করে শুতে চলে এলাম। কিছুক্ষণ টিভি দেখে ঘুম পেয়ে গেল। টিভিটা বন্ধ করলাম। এসি চলছিল তাই ফ্যানের স্পিডটা রেগুলেটর ঘুরিয়ে আস্তে করে দিলাম। বলে রাখি রেগুলেটর কিন্তু এখনকার মত ইলেকট্রনিক নয়, পুরনো আমলের ঘট ঘট করে ঘোরানো রেগুলেটর।

মাঝরাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। বিছানাটি ডবলবেড, অর্থাৎ দুইজনের শোবার মত। আমি একধারে শুয়েছিলাম, অন্য পাশটা খালি, তার পরে দেওয়াল ঘেঁষে টিভি সেটটি। ঘুম ভেঙ্গে দেখি টিভি চলছে, আর তাতে চলছে সান টিভি বা সূর্য টিভির মতো কোন একটি দক্ষিণ ভারতীয় চটুল নাচের চ্যানেল। তাহলে কি টিভি অফ করিনি? কিন্তু আমি তো ঘুমোতে যাওয়ার আগে বাংলা খবরের চ্যানেল দেখছিলাম, এই চ্যানেল চলল কি করে? আমি রিমোট দিয়ে টিভি অফ করে দিয়ে আবার ঘুমোবার চেষ্টা করছিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই আবার টিভি চালু। তাহলে কি রিমোটে কোন গন্ডগোল আছে? এবার কিন্তু আমার একটু অন্যরকম মনে হতে লাগল। মনে হচ্ছিল বিছানার অন্য পাশটাতে কেউ বসে টিভি দেখছে, আর মাঝে মাঝে হেসে উঠছে। হতে পারে মনের ভুল, হয়ত হাসির আওয়াজটা টিভি থেকেই আসছে, দক্ষিণ ভারতীয় ভাষা তো আর বুঝি না। উঠে গিয়ে প্লাগ পয়েন্ট থেকে অফ করে দিলাম। আবার ঘুমের চেষ্টা চালাচ্ছি, হঠাৎ করে দেখি ফ্যানটা ফুল স্পিডে ঘুরতে লাগল। রেগুলেটর চেক করতে গিয়ে দেখি সেটা পাঁচের ঘরে ঘোরানো। কিন্তু আমার স্পষ্ট মনে আছে, আমি রেগুলেটর ঘুরিয়ে স্পিড কমিয়েছিলাম, আর ইলেকট্রনিক রেগুলেটর নয় যে নিঃশব্দে ঘুরে যাবে। আবার রেগুলেটর কে দুইয়ে করে দিয়ে একটা চাদর গায়ে টেনে ঘুমের চেষ্টা করতে লাগলাম। শরীর ক্লান্ত, চোখে ঘুম ভেঙ্গে আসছে। একটু পরে কেউ যেন শরীর থেকে চাদরটা একটানে সরিয়ে নিল। আরে একি উৎপাত! পরের মুহুর্তেই শুনি বাথরুম থেকে ছড়ছড় করে কল থেকে জল পড়ার আওয়াজ। উঠে গিয়ে কল বন্ধ

করে এলাম।এবার কিন্তু সত্যিই ভয় পেয়ে গেলাম। কোন অশরীরির উৎপাত - এটা একেবারে স্পষ্ট। আমি তাঁর কাছে হাতজোড় করে অনুরোধ করলাম, সীমিত সময় হাতে নিয়ে এসেছি, কাজ শেষ করে অন্য জায়গায় যেতে হবে। দয়া করে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাবেন না।

যাইহোক বাকি রাতটা আর ঘুমের ব্যাঘাত হয় নি। পরদিন সকালে সুব্রতর সাথে দেখা হতেই সুব্রত জানালো একই রকমের অভিজ্ঞতা ওরও হয়েছে। ওর আবার মাঝরাত্রে ঘরের টেলিফোনটা অনেকবার বেজেছে। শেষ পর্যন্ত ফোনটা নামিয়ে রাখতে হয়েছিল। টিভি চলে নি, কিন্তু বাথরুমে কল ছেড়ে দেওয়ার অভিজ্ঞতা ওরও হয়েছে। কথা বলতে বলতেই অভিষেক একতলা থেকে দৌড়তে দৌড়তে এসে হাজির, উত্তেজিত হয়ে বলল "রঞ্জনদা, এই হোটেলে ভূত আছে। আমি একা থাকতে পারব না, আমাকে সুব্রতর সাথে এক ঘরে থাকতে দিন"। সুব্রতরও দেখলাম একটু নার্ভাস অবস্থা, অগত্যা একটা ঘর ছেড়ে দিয়ে সুব্রতর সাথে অভিষেকের থাকার ব্যবস্থা হল।

পরের দিন অফিস থেকে ফিরে দেখি হোটেলের লনে একটা বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠান চলছে। অনেক লোকজন।প্রায় সারারাত বিয়ে বাড়ির অনুষ্ঠান চলেছিল। সেই রাত্রে আর বিশেষ উপদ্রব হয় নি। পরের দিন সকালে আমি হোটেল ছেড়ে দিলাম, আমার কাজ আজ শেষ করে কলকাতায় ফিরব। আমাকে আরেকটি বিয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করে পরের দিনই আবার মুম্বাই মেল ভায়া এলাহাবাদে চড়ে সাতনা যেতে হবে। সুব্রত ও অভিষেক ওখানে আরও তিনদিন থেকে ট্রেনিং দিয়ে ওরাও একই দিনে সাতনা পৌঁছাবে সড়কপথে। অফিসে কাজের মাঝে চন্ডিগড় অফিস থেকে সুমিতের ফোন এল, সুমিতকেও অফিসের কাজে মাঝে মধ্যেই গৌরীগঞ্জ আসতে হত অফিসের কাজে। কথায় কথায় আমাকে জিজ্ঞাসা করল আমি এখন কোথায়, আমি জানালাম গৌরীগঞ্জে, কোথায় উঠেছি জিজ্ঞাসা করতে বললাম রায়বেরিলিতে হোটেল রাহীতে। শুনেই আঁতকে উঠে বলল "ওখানে থেকো না, ওই হোটেলে ভুত আছে"। বুঝলাম, সুমিতেরও একই রকম ভৌতিক অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমি তো দুপুরবেলাতে আবার অমৃতসর মেল ধরে ফিরে এলাম।

পরে শুনেছিলাম আমার অবর্তমানে সুব্রত ও অভিষেক এক ওয়েটারকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পেরেছিল যে ওই হোটেলে একজন ব্যবসায়ী খুন হয়েছিল। তার পর থেকেই ওখানে ভূতের উপদ্রব। রাত্রে কোন ওয়েটারও থাকতে চায় না।

ফিরে যাওয়া

সন্দীপ মিত্র টাওয়ার ৪/১৩ জি

ঘুম তো আসেনা আমার দু চোখে
সারা রাত শুধু এপাশ ওপাশ
কত কি ভাবনা মাথায় যে ঢোকে
বুড়ো বয়সের স্বপ্নবিলাস।
মনে হয় যদি চলে যাই ফিরে
ছোটবেলাকার সেই ঘরটিতে
নোনাধরা সেই ইটগুলি ধরে
স্মৃতি গুলি আছে পরতে পরতে।
যদি যেতে পারি মায়ের কোলেতে
মার গলাখানি দুই হাতে ধরে
বলবো আবার চোখের জলেতে
আরো একবার বকো তো আমারে।
বাবার যে কথা, যত উপদেশ
আমার কানে তে যায়নি কখনো
মনের মাঝেতে আজো তার রেশ
জেগে আছে, ছেড়ে যায়নি এখনো।
একবার যদি সে সুযোগ আসে
ফিরে যেতে পারি ছোট বেলাটায়
দাঁড়াতে পারি গো মা, বাবার পাশে
কিছু আরো যদি খুশি দেওয়া যায়।
আরো কিছু যদি পারি করে যেতে
কমিয়ে দুঃখ, হাসি আনন্দে
একসাথে যদি সবে যাই মেতে
ক্লান্তি হারানো সুখের ছন্দে।
কত দিন যায়, কত দিন আসে
কত স্মৃতি শুধু স্বপ্নেতে ভাসে
বলে যায় তারা আছে গো সুযোগ
আপনার জনে করো যোগাযোগ
তাদের মাঝেতে করো বিতরণ
যত ভালোবাসা করো নিয়োজন।

Santanu Das *T6/ 13G*

DIAMOND CITY WEST APARTMENT OWNERS ASSOCIATION

ALL FESTIVAL INCOME & EXPENSES FOR THE YEAR 2021-22 :

	Particulars	
SCH- I	**PUJA & FESTIVAL EXPENSES :**	Amount (Rs.) 2021-22
	Diwali Expenses	75,000
	Durga Puja Expenses	401,440
	Kali Puja Expenses	35,000
	Laxmi Puja Expenses	4,788
	Swaraswati Puja Expenses	34,992
	Guru Parba Expenses	12,000
	Janmastami Expenses	12,841
	Mandir Anniversary Expenses	4,150
	New Year celebration Expenses	5,000
	Navratri celebration Expenses	10,485
	Other Puja and Festival expenses	
	Chatt Puja	2,000
	Christmas	3,235
	Ganesh Chaturthi	700
	Holi	62,462
	Lohri	3,310
	Republic Day	1,200
	Shivratri	5,474
	Round Off (+/-)	(201)
	Bank Charges	497
	Total	**674,373**

PARTICULARS	2021-22 Amount (Rs.)
INCOME:	
Puja & Festival Donations from Members	1,092,616
Total (a)	**1,092,616**

R. K. PATODI & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

2, Church Lane, 4th Floor, Suite No. 404A, Kolkata-700 001
Ph. No.: 2230-3160/2243-0913
e-mail:rkpatodi@gmail.com

AUDITOR'S REPORT

We have audited the attached Balance Sheet as at 31st March 2022 of **Diamond City West Apartment Owners Association** having its registered office at 18, Ho Chi Minh Sarani, Kolkata-700061 and the relevant Income & Expenditure Account for the year ended on that date, annexed thereto, and report that we have received all the information and explanations that we have required and these financial statements are correct according to the books of account and vouchers, as maintained and produced before us by the said association.

FOR R. K. PATODI & CO.,
CHARTERED ACCOUNTANTS
FRN : 305091E

RABI SANKAR MAHATO
PARTNER
MEM. NO. : 068809
UDIN- 22068809AMXEUA6819

PLACE: KOLKATA
DATE: 1 [illegible] 2022

Diamond City West Apartment Owners' Association

Registration No. 26 A/2017

Board of Managers

Sudipta Patra, *President*

Jayanta Chakraborty, *Secretary*

Navin Kumar, *Treasurer*

Gobinda Prasad Senapati, *Vice-President I*

Manoshi Chowdhury, *Vice-President II*

Dr Amalendu Ghosh, *Board Manager*

Alak Mazumder, *Board Manager*

Arnab Das, *Board Manager*

Deepak Agarwal, *Board Manager*

Gouri Shankar Singh, *Board Manager*

Kaushik Bhattacharya, *Board Manager*

Madhumita Mukhopadhyay, *Board Manager*

P.V. Saseendran, *Board Manager*

Papia Halder, *Board Manager*

Partha Pratim Roy, *Board Manager*

Pradip Bhattacharya, *Board Manager*

Raj Kumar Goel, *Board Manager*

Ramesh Kr. Choudhary, *Board Manager*

Ranjan Chakraborty, *Board Manager*

Rikta Joardar, *Board Manager*

Sandhya Ghosh, *Board Manager*

Saptarshi Nayak , *Board Manager*

Sidheshwar Ghosh, *Board Manager*

Vijay Shankar, *Board Manager*

"It is in your hands to create a better world for all who live in it".

Nelson Mandela

Our Biodiversity

"Building a shared future for all life"

With best compliments from

Aanchal International Private Limited

Paridhan Park, SDF-V, Module 503

19, Canal South Road

Kolkata-700015

-Super Distributor For RUNGTA STEEL TMT-

Phone - 9874191136/8820472260

www.rungtasteel.com

Rungta Mines Limited
Chaibasa

KYONKI GHAR HAR ROZ NAHI BANTA

RUNGTA STEEL® TMT BAR

EKDUM SOLID!

thumbprint/RS/E/1

STEEL DIVISION
RUNGTA CHAMBERS
S.M.H.M.V. COMPLEX, CHAIBASA - 833201
WEST SINGHBHUM, JHARKHAND, INDIA

Toll Free:
1800 890 5121
E-mail: tmtmkt@rungtamines.com

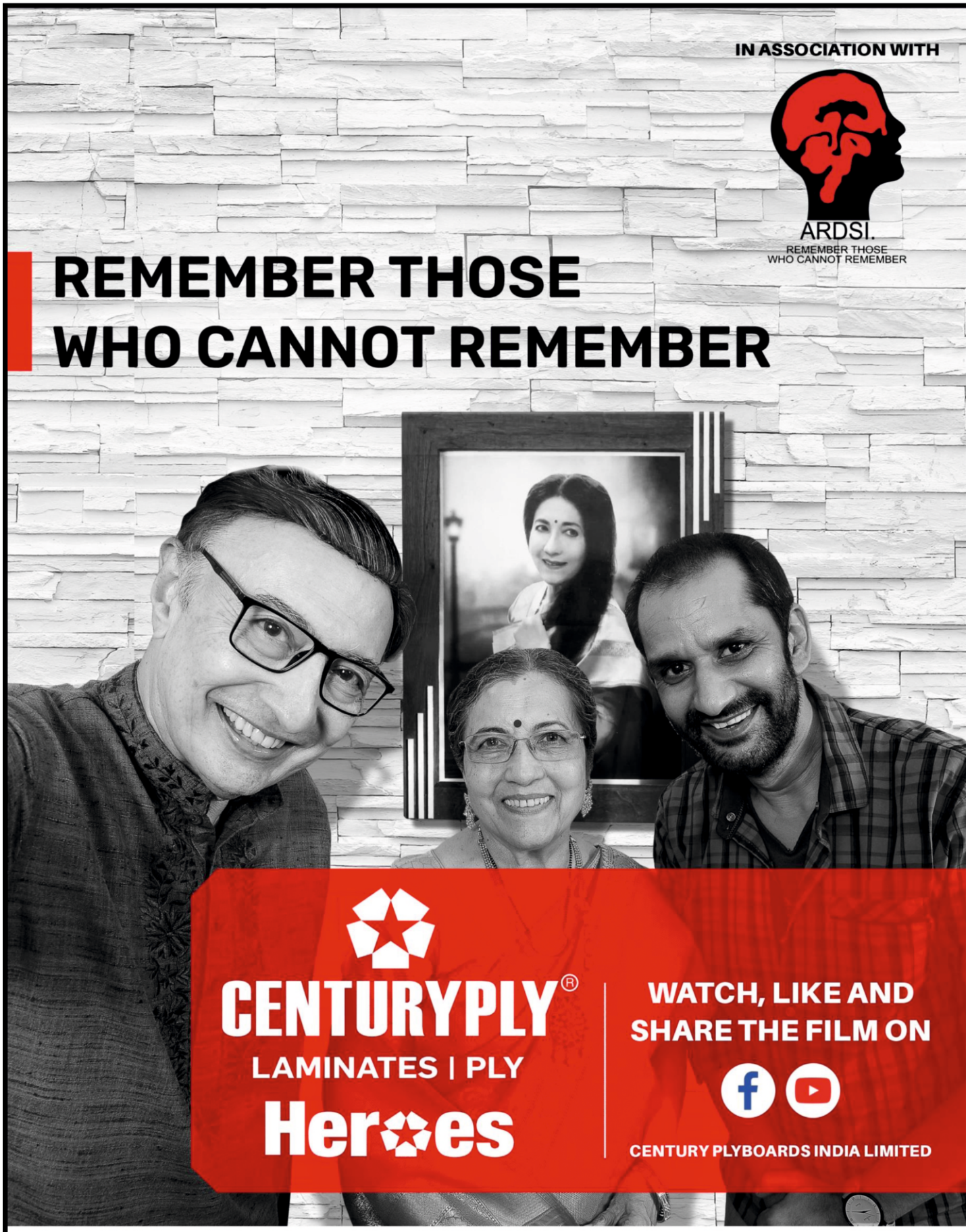

Corporate Office: Century House, P-15/1, Taratala Road, Kolkata – 700088

+91 33 39403950 1800-5722-122 customerhelpdesk@centuryply.com Century Plyboards India Limited

Century Plyboards (India) Ltd. Century Plyboards India Ltd Century Plyboards (India) Limited Century Plyboards (I) Limited